

Name of the study area: Rural, Mirzapur.
 Data Type: IDI with Unqualified animal Drug Shop.
 Length of the interview/discussion: 54:47
 ID: IDI_AMR103_SLM_PUnQ_AnR_14 Oct 17
 Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity	Remarks
Male	30	M.Sc in Zoology	Seller	Unqualified	5 Years	Bangali	

প্র: আসসালামু আলাইকুম। ... ভাই আমি আসছি ঢাকা কলেরা হাসপাতাল থেকে। আমরা একটা বিষয় নিয়ে এখানে গবেষণার কাজ করতেছে সেটা হল যে মানুষ এবং বাসাবাড়ি সমূহে যে পশুপ্রাণী আছে সেই সম্পর্কে একটা গবেষণা যে মানুষের অসুখ বিসুখ হলে বা আমাদের এই যে গবাদি পশু আছে, হাঁস-মুরগী আছে এই সমস্ত প্রাণীগুলো অসুস্থ হলে মানুষ কোথায় যায়, কি ধরনের চিকিৎসা বা পরামর্শ নেয় ওষুধ গুলো কোথ থেকে নেয় কিভাবে খাওয়ায় এই সম্পর্কে কিছু বিষয় নিয়ে আপনার সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম আর কি। তো আপনি কি আমার সাথে কথা বলতে রাজি আছেন?

উ: হুম বলেন।

প্র: আচ্ছা। একটু আমাকে প্রথম বলবেন যে আপনি কি ধরনের, এই দোকানটা আপনার কি ধরনের দোকান?

উ: এইটা তো সাধারণত আমাদের ভেটোরিনারী ওষুধের দোকান এবং এইখানে ডাক্তার যেভাবে প্রেসক্রিপশন করে ঐ মোতাবেক আমরা ওষুধ বিক্রি করি আর কি।

প্র: এইটা আপনি কবে শুরু করছেন?

উ: ৩/৪ বছর।

প্র: আপনার পড়াশোনা?

উ: আমার পড়াশোনা আমি জুলোজিতে এমএসসি করা জগন্নাথ থেকে।

প্র: আপনি কখন এই বিজনেসটা শুরু করলেন?

উ: আমি জগন্নাথ থেকে চলে আসার পর আমি নিজে যখন পোল্ট্রি খামার করছি। তারপর আমি এখানে কিছু ফিড বিক্রি করি। দেখা যায় যেএখানে প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রেসক্রিপশন সহ মানুষ আসে। এইজন্য আমি প্রেসক্রিপশনগুলোকভার করতে পারি এইজন্য আমি এই ব্যবসাটা শুরু করতে পারি।

প্র: এইযে ওষুধগুলো আপনি এখানে বিক্রি করেন ওষুধ বিক্রি করার কোন পরীক্ষা ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশনএরকম কোন পরীক্ষায় কি আপনি অংশগ্রহণ করছিলেন?

উ: আমি একমি ভেটোরিনারী ডিভিশন থেকে ট্রেনিং করা। ওখান থেকে ট্রেনিং করেছি।

প্র: কতদিনের ট্রেনিং ছিল?

উ: এইটা আমাদের তিন মাসের ট্রেনিং ছিল।

প্র: তিন মাসের ট্রেনিং ছিল কি একটা নাকি আলাদা আলাদা।

উ:নাহ আমাদের ভেটরনারি সেকশনের উপর ট্রেনিং ছিল এবং ঐখানে সব বিসয়ের উপর ট্রেনিং দেয়া হয়। ভেটরনারি এবং ঔষধপত্রের বিষয়ে এ সমস্ত ঐষে কোন প্রোডাক্ট কি আছে এই সমস্ত প্রোডাক্ট এর ব্যাপারে আমাদের ট্রেনিং দেয়া হইছে। কোনগুলো কোন, কোন রোগে কোন ওষুধ কাজ করবে এতটুকুই ট্রেনিং প্রাপ্ত।

প্র:ওইটা কতদিনের ছিল?

উ:ওইটা তিন মাসের ছিল।

প্র:আচ্ছা তাহলে প্রথম করছেন এক মাস পরবর্তীতে আরও আবার দুই মাস করছেন।

উ:হ্যাঁ। হ্যাঁ।

প্র:আচ্ছা ঠিক আছে। এখন আপনার এই দোকানের কি ড্রাগ লাইসেন্স আছে?

উ:দোকান আমাদের ট্রেড লাইসেন্স আছে বিক্রির জন্য আমরা তো ডাক্তার নাহ ড্রাগ লাইসেন্স আমাদের বিক্রির জন্য খালি। আমরা কোন প্রেসক্রিপশনও করি নাহ বা ওষুধ দেই নাহ। শুধু ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করলে ঐভাবে কভার করি। আমাদের ট্রেড লাইসেন্স আছে। এটা মূলত হল মুরগীর খাদ্যের দোকান। এখানে সামান্য যে নিজেরা খাবার টাবার বিক্রি করি অথানে নিজেদের কিছু মুরগী থাকে অথানে আমরা শুধু এখান থেকে ওষুধ নেই এতটুকুই।

প্র:আর গবাদি পশুর সাইডে কতটুকু রাখছেন?

উ:গবাদি পশুর সাইড এখানে আমার এখানে বাড়ির কাছে একটা হাট আছে আমাদের। হাটে দেখা যায় যে প্যারাসিটামল জাতীয় বা ব্যথানাশক কিছু ট্যাবলেট আছে। এইগুলো বিক্রি হয় এতটুকুই।

প্র:তো আমাকে একটু আপনি বলবেন যে আপনার এই দোকানটা এই ওষুধের পেশা সম্পর্কে যদি আপনি যদি বলেন যে আপনি কখন থেকে শুরু করলেন কিভাবে এই হিস্ট্রিটা যদি আমাকে একটু বলেন?

উ:অইত ঐষে বললাম যে তিন/চার বছর আগে থেকে দোকান শুরু করা হইছে। তিন/চার বছর আগে যখন আমি একমিতে যখন চাকরী করছি অইখান থেকে চাকরীটা ছাইড়া দিয়া আইসা অইখান থেইকা আইসা এই দোকানটা করা হইছে।

প্র:কখন আপনার ইন্টারেস্ট হল যে আমি একটা দোকান দেব বা

উ:আমি ২০১৪ দিকে আমি একমির চাকরী ছাইড়া দেই। ছাইড়া দিয়া আমি অইকাহ থেকে আমি নিজে একটা পোল্ট্রি ফার্ম করিএবং একটা গরুর খামার করি। ঐখানে আমার খামারের প্রয়োজনে কিছু ওষুধ পত্র লাগে। ইতমধ্যে আমি আমার ব্যবসা শুরু পোল্ট্রি ফিডের ব্যবসা। তো আমি এখানে চালাইতে গেলে দেখা যায় যে গ্রামে গঞ্জে অনেক দূর থেকে ওষুধ আনতে হয়। সখিপুর থেকে আনতে হয় বা মির্জাপুর থেকে আনতে হয়। সেই জিনিসটার সুবিদার্থে ঐইখানে আমি কিছু ওষুধ পত্র রাখি এবং সেটা ঐ আপনার ডাক্তারের পরামর্শ ক্রমে সেটা আপনার বিক্রি করি। ডাক্তার যে প্রেসক্রিপশন দেয় সেই মোতাবেক আমি কভার করি।

প্র:তো আপনি কোন প্রেক্ষিতে শুরু করলেন? একটা হইছে যে আপনি যখন পোল্ট্রি নিজে বিজনেস শুরু করলেন। তখন হল যে আপনার ইন্টারেস্ট হল যে মানুষ দূর দূরান্ত থেকে ওষুধ আনে। এইজন্য আপনি কি সাইড বিজনেস হিসেবে কি এই জিনিসটা শুরু করছেন?

উ:হুম সাইড বিজনেস।

প্র:আচ্ছা। তো আপনার এখানে কি এন্টিবায়োটিকের কি কোন বিসয় আছে যে এন্টিবায়োটিক কি বা কখন দেন বা কতটুকু রাখছেন?

উ:না এইগুলো আমাদের ঐইখানে কোন বিসয় নাই। ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করলে ঐখানে আমাদের যেগুলো নাহ থাকে বেশিরভাগই আমাদের এখানে ভিটামিন এবং ফিড সাপ্লিমেন্ট এবং যেগুলো নাহ থাকে ঐগুলো বাইরে থেকে আনা হয় বা বাইরের দোকান থেকে আনে কাস্টমার। আমার এখানে যতটুকু আছে যতটুকু রাখি আমরা বেশিরভাগ ভিটামিন এবং ফিড সাপ্লিমেন্ট।

প্র:তো ডাক্তার উনারা কারা, কোথা থেকে লেখেন?

উঃডাক্তার ঐযে ডিভিএম ডাক্তার আছে। বিভিন্ন ডিভিএম ডাক্তার, সখিপুর। আমাদের এখানে ডিভিএম ডাক্তার নাই। সখিপুর এদিকে যে ডিভিএম ডাক্তার আছে উনারা যখন লেখে তখন অথান থেকে ই করি।

প্রঃআপনি বলতেছিলেন যে ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশনও আসে। প্রেসক্রিপশনে ডাক্তাররা কি ধরনের প্রেসক্রাইব করে, কি কি ওষুধ প্রেসক্রাইব করে?

উঃডাক্তাররা তো রোগের সিমটম দেখে প্রেসক্রিপশন করে

----- (০৫ঃ০০ মিনিট সম্পন্ন) -----

যেখানে আপনার লাগে যেটা লাগে। যেমন আপনার সামনে যেটা গেল। যেটা দেখলেন যে দুইটা ডাক্তার এর রিপোর্ট দিল। যেটা দেখলেন দুইটা ডাক্তার দুই ধরনের প্রেসক্রিপশন করছে। যেখানে একটা ডাক্তার লেখছে আপনার একটা এন্টিবায়োটিক লিখছে আরেকটা টক্সিন লিখছে। আরেকটা ডাক্তার লেখছে হইল গিয়া আপনার একটা এন্টিহিস্টামিন লিখছিল আরেকটা এন্টিবায়োটিক লেখছে। এখন এইযে ঠান্ডা লাগছে মুরগীর এই সিমটম ওরা শুইনা দেইখা যেটা লেখছে সেইটাই দেয়া লাগে।

প্রঃএরমধ্যে ডক্সাসিলিন যেটা বললেন এটা কি ওষুধ?

উঃএটা হল ডক্সাসাইক্লিন গ্রুপ।

প্রঃএইটা কি?

উঃএটা এন্টিবায়োটিক।

প্রঃআর কি লিখছে?

উঃছয়টা টক্সিন লেখছিল।

প্রঃওইটা কি?

উঃটক্সিন হচ্ছে শরীরে যে ক্ষতিকারক পদার্থ থাকে, মুরগীর শরীরে যে ক্ষতিকারক পদার্থ থাকে এইটা হচ্ছে টক্সিন। আর মানে আমরা যেইটা দেই সেইটা হচ্ছে টক্সিন কিলার আর কি যেটা। এন্টিটক্স আর কি যেটা। এইটা এক ধরনের টক্সিন রিডিউসার।

প্রঃতো এইযে ডাক্তাররা বলতেছে আপনি আপনার কাছে যখন একজন পেশেন্ট আসে পোলিট্রিনিয়া অথবা গরু নিয়ে, গরুর সমস্যা নিয়ে। তখন আপনি তাদেরকে কিভাবে বলেন, কি বলেন?

উঃএখন আমি হচ্ছে এখানে ওষুধ বিক্রেতা। আমি ডাক্তার নাহ। এখানে যদি কেউ আসে আমি ঐভাবে কোন ওষুধ নাহ। এখন ধরেন হাতে যেটা লাগে ব্যথানাশক প্যারাসিটামল। প্যারাসিটামল এইটা সাধারণত সবাই বিক্রি করে। এই ধরনের আর যেইগলা আমি কোন চিকিৎসা করি নাহ। আমি কোন গ্রামেও যাই নাহ। মানে কোন জায়গায় চিকিৎসা করি নাহ। এইখানে যদি কোন প্রেসক্রিপশন আসে সেইটা কভার করি বরাবর আর কি।

প্রঃতো এইযে প্রেসক্রিপশনে যেগুলো কাভার করেন, সেই ওষুধগুলো কি আপনার কাছে এভেইলেবল আছে?

উঃহ্যাঁ। আছে। মোটামুটি আছে।

প্রঃআছে নাহ। এই ওষুধ গুলো দেয়ার ক্ষেত্রে ডাক্তারের সাথে আপনি ফোনে কথা বলেন অথবা ফোনে কথা বলছেন এবং পেশেন্ট এখানে হাজির আছে। এরমধ্যে আপনার কাছে কি মনে হয়, আপনি যেটা দিচ্ছেন সেই অভিজ্ঞতাটা একটু আমাকে একটু বলেন। আপনার মধ্যে কোনধরনের চ্যালেঞ্জ বা এইযে আমি দিচ্ছি এইটা ঠিক হচ্ছে কিনা এই বিষয়টা নিয়ে কোন

উঃএখন এইটা বলতে পারবে ভাল ডাক্তার। কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে এইখানে কোন কাস্টমার আসলে উনি সরাসরি ডাক্তারের সাথে কথা বলে যেমন উনার মুরগীর অসুখটা কিভাবে আছে উনি সরাসরি ডাক্তারের সাথে কথা বলে ডাক্তার শুইনা হয়ত বলে যে এই ওষুধ দিয়া দাও। তখন ঐ ওষুধ মানে যে ওষুধের নামগুলো বলে ঐগুলো দিয়া দেওয়ার চেষ্টা করি।

প্রঃঐগুলো কি মুখে মুখে বলে দিচ্ছে নাকি কাগজে লিখে দিচ্ছে?

উঃবেশিরভাগ সময় প্রেসক্রিপশন আসে।

প্র:যেগুলো প্রেসক্রিপশন আসে নাহ?

উ:যেইগুলো প্রেসক্রিপশন ছাড়া দেয় ঐয়ে বললাম। টুকটাকি যে ওষুধগুলো যেমন আপনার ঐয়ে প্যারাসিটামল বা সামান্য ঐয়ে আপনার পেট খারাপ হইলে যে দেয় নাহ এইগুলো প্রেসক্রিপশন ছাড়া। যেমন যদি আইয়া রোগী বলে যে এই ধরেন আমার মুরগীর এই সমস্যা বা টুকটাকি এইগুলো দেয়া হয়।

প্র:এই পেট খারাপের জন্য কি দেন?

উ:মেট্রোনিডাজল।

প্র:এইগুলো কত পাওয়ারের? মানুষেরটা তো এখন মনে হয়। মানুষেরটার সাথে এইটার সম্পর্কটা কি, এইটা কতটুকু?

উ:এইটা তো আমি খুব ভাল বলতে পারব নাহ। মানুষেরটার সাথে এইটা এইটা যারা এমবিবিএস ডাক্তার তারা মানুষের ডাক্তার তারা ভাল বলতে পারবে। তো নরমাল হচ্ছে যেগুলো দেয়া হয় এইগুলো টুকটাকি পেট খারাপ হইলে এইগুলো সাইরা যায়।

প্র:তাইলে এইটা কি একি পাওয়ারের ওষুধ?

উ:এইটা আমি ই কইরা দেখি নাই। যাচাই কইরা দেখি নাই।

প্র:তাইলে পোল্ডি বা এনিমেল আর ওইটা তো হিউম্যান।

উ:এইটার মধ্যে যেমন আরেকটা ই থাকে যেমন নির্দেশিকা থাকে প্রত্যেকটার। এ একটা ট্যাবলেট একটা পোল্ডিতে কত কেজি ওজনে দেয়া যাবে বা গরুরে কত কেজি ওজনে একটা ট্যাবলেট দেয়া যাবে এরকম একটা নির্দেশিকা থাকে। নির্দেশিকায় যদি দেখলাম যে ১০০ কেজির জন্য একটা ট্যাবলেট বা ৪০ কেজির জন্য একটা ট্যাবলেট।ঐভাবে আমরা দেখলাম যে গরুরটার কতটুকু ওজন আছে কতটুকু ওজন হইতে পারে। ঐ পরিমাপ কইরা আমরা মোটামুটি দিয়া দেই একটা।

প্র:তাইলে একটা মানুষ যেমন ধরেন আমরা ৫০০ এমজি প্যারাসিটামল খাচ্ছি আমার জ্বরের জন্য বা পাতলা পায়খানার জন্য মেট্রোনিডাজল বা কত এমজি আছে। তাইলে সেক্ষেত্রে এই

উ:মানুষের ওজনের সাথে হয়ত সম্পর্ক এই ওষুধটার আছে। আর ঐয়ে ভেটোরনারী যেটা ওইটা হয়ত গরুর সাথে ই কইরা, মানুষের সাথে ঐভাবে ই কইরা তুলনা কইরা হয়ত বানাইছে। ঐভাবে যেভাবে বললাম যে ৪০ কেজি/ ৪৫ কেজি ওজনের জন্য একটা ট্যাবলেট। (অস্পষ্ট কথা ০৯ঃ০৩ থেকে ০৯ঃ০৯) বেশিরভাগ সময় এইগুলো ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করে। যদি একটু গরমের দিন আসে মানে তাইলে এসিটাইলিক সেলিসাইলিক এসিড। এইটা ১ গ্রাম ১ লিটার পানির সাথে বা ২ গ্রাম ২ লিটার পানির সাথে এইরকম প্রেসক্রিপশন করে দিলে এটা ঐভাবে দেয়া হয়।

প্র:এইটা কিসের জন্য দেয়া হয়?

উ:এইটা হইল হিট স্ট্রোক এর জন্যে। মানে গরম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

প্র:এইটা কাদের জন্য? পোল্ডিতে নাকি

উ:এইটা পোল্ডিতে দেয় আবার আপনার গরুতে দেয়।

প্র: আচ্ছা এখন একটু বলেন তো যে আপনি একটু আগে যে ঠান্ডার জন্য ডাক্তার সাহেব প্রেক্ষাইব করল ফোনে। সেক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার কি দিন দিন বৃদ্ধি পাইছে না। আপনি আপনি একজন খামারি প্লাস

উ:অবশ্যই অবশ্যই বৃদ্ধি পাইছে। এইটা বলার অপেক্ষা রাখে নাহ।

প্র:কিভাবে, কিরকম?

উ:এখন আমরা যখন ৫ বছর আগে মুরগী পালতাম। ৫ বছর আগে তো এত অসুখ ব্যাধি তো ছিল নাহ। এত রোগ ব্যাধি ছিল নাহ।

----- (১০ঃ০০ মিনিট সম্পন্ন) -----

তখন দেখা যাইত যে একটা মুরগীর মানে নরমাল টুকটাকি ওষুধ দিলে চইলা যাইত আর এখন যেইগুলো হইছে আসলে এন্টিবায়োটিক ছাড়া যায়ও নাহ এবং এন্টিবায়োটিকগুলো আস্তে আস্তে হায়ার করছে। আর এইখানে আপনার দেইখেন আমার দোকানে খেয়াল কইরা দেইখেন প্রত্যেকটা ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির। এখানে কোন ইয়ের কোন মানে ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি ছাড়া কোন ওষুধই নাই এখানে। স্ফায়র, একমি, রেনেটা, নোভারটিজ এই ধরনের ওষুধগুলো। এখন ডাক্তার যেইগুলো লেখে, এখন দিন দিন তো সবকিছুই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার যেইগুলো রোগের সাথে সামঞ্জস্য পর্যায়ে লেখে ঐগুলো দিয়া দেই। আর সবকিছুই মিলিয়া অবশ্যই এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে।

প্র:তো এইযে এই ডাক্তারদেরকে একজন খামারি বা একজন যে এই এনিমেলগুলো পালতেছে বা চাষ করতেছে উনি কিভাবে উনাদের কাছে রিচ করে মানে ধরে কিভাবে?

উ:ডাক্তার ধরে কিভাবে

প্র:হ্যাঁ। ডাক্তার এর সাথে যোগাযোগের সম্পর্কটা কিভাবে স্থাপিত হয়?

উ:আপনে মানে এইখানে নাহ। আমাদের এইখানে তো কাইতাল বাজারে দুইটা দোকান। আপনি সখিপুর গেলে এই মুরগীর ভেটরনারির দোকান পাবেন প্রায় ২০০ এর উপরে। ২০০ এর উপরে দোকান পাবেন এবং সখিপুর বাংলাদেশের মধ্যে পোল্ট্রি সেকশনের মধ্যে সবচেয়ে বড়। বড় মার্কেট সখিপুর।

প্র:আচ্ছা।

উ:এখন সখিপুরের এখানে ডাক্তারের অভাব নাই। প্রত্যেকটাকোম্পানির একটা কইরা ডাক্তার দেয়া আছে।। প্রত্যেকটা ওষুধ কোম্পানির একটা কইরা ডাক্তার দেয়া আছে। ইভেন বড় বড় দোকানগুলার একটা কইরা ডাক্তার আছে নিজস্ব ডিভিএম ডাক্তার আছে যেগুলো। এখানে ধরেন আমার দোকানে না আইসা এখানে মির্জাপুরটা সাইডে পড়ছে তো আমার দোকানে না আইসা সখিপুরে যেকোনো একটা দোকানে গেলে ডাক্তারের কোন অভাব নাই। কারণ এখানে সখিপুরে পশু হাসপিটাল আছে। সেখানে যেতে পারে। তারপরে এখানে ক্লিনিক ও আছে। পশু ক্লিনিকও আছে। মানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে খুইলা নিছে। এইভাবে ওরা ডাক্তারের নাম্বার পায়

প্র:তারমানে এই খামারিরা

উ:তারপরে ধরেন যে এই একটা ইয়া আছে আপনার পোল্ট্রি খামারি। আপনে যে ফিড ব্যবহার করতেছেন, ফিড কোম্পানির একটা ডাক্তার আছে। দেখা যায় যে ফিড কোম্পানির ডাক্তারগুলো আমি একটা ফিড খাওয়াচ্ছি। আমি একটা ফিড খাওয়াচ্ছি একটু আগে দেখলেন যে আমি প্রতিটার ফিড খাওয়াই। প্রতিটার ডাক্তারকে আমি বললাম কালকে আইসা উনি মুরগী দেইখা প্রেসক্রিপশন করব। মানে ঐ যারা যে ফিড খাওয়ায় ঐ কোম্পানির ডাক্তাররা হল দায়বদ্ধ। মানে আসতেই হবে। ওদের কোন উপায় নাই। ঐভাবে খামারিরা প্রত্যেকটা ডাক্তারের নাম্বার পাইয়া গেছে। মানে প্রত্যেকটা খামারির কাছে ডাক্তারের নাম্বার আছে। খামারি এখন আর কোন কিছু না যাইনা খাওয়ায় নাহ। অবশ্যই ডাক্তারের আমি জানি যতটুকু ৯৯% খামারি মানে এখন সচেতন এগুলো। নতুনভাবে যেগুলো খামারি সেইগুলো সবাই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খাওয়ায়।

প্র:পোল্ট্রিতে কি কি ধরনের রোগ হয়?

উ:পোল্ট্রিতে আপনার সাধারণত হইল গিয়া ঠান্ডা আছে একটা। তারপরে একটা রোগের নাম হল গাম্বুর, রানিখেত।

প্র:কি নাম?

উ:গাম্বুর।

প্র:গাম্বুর?

উ:গাম্বুর বলে আর রানিখেত। তারপরে আপনার বলে হচ্ছে বার্ড ফ্লু। সাধারণত বার্ড ফ্লুর ভ্যাকসিন আসছে দেশে এমনে কোন চিকিৎসা হয় নাহ আমার জানামতে। এমনি টুকটাকি লেখে। আরও অনেক রোগ আছে। ঐগুলো ঐযে ইংরেজিতে মার্কিং করা তো। অতএব ইটা আমি জানি নাহ। বাংলায় যে কয়টা বলে গাম্বুরতারপরে রানিখেত এই ধরনের রোগগুলো হয় সাধারণত।

প্র:এইগুলার জন্য কি এন্টিবায়োটিক প্রেক্ষাইব করে নাকি নরমাল ড্রাগ প্রেক্ষাইব করে?

উঃএইখানে আপনি নরমাল ড্রাগও ইউজ করে। যেমন একটা মুরগীর ঠান্ডা লাগল এখানে একটু আগে শুনলেন যে সালফার ড্রাগ ইউজ করছে। সালফার ড্রাগ এর সাথে হয়ত সাপোর্ট হিসেবে ছোটখাট এন্টিবায়োটিক দিচ্ছে। এন্টিবায়োটিক তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইউজ হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইউজ হয়।

প্রঃকেন ইউজ করা হয়?

উঃরোগ নিরাময়ের জন্য।

প্রঃপোল্ট্রির মধ্যে আবার ধরেন যেমন উনি বলল যে উনি ডিম। একটা হইছে আমরা জানি আমরা খাই হইছে মাংস তাইনা? এইটা যদি আমাকে বলেন এইটা কত ধরনের আছে? কি ধরনের পোল্ট্রিগুলো

উঃএইটা তো আপনার মাংসের যে জাতটা যেটা আমরা ব্রয়লার বলি সাদা মুরগী যেটা এইটাই তো মূলত মাংসের জাত। এর পাশাপাশি যেটা হয় যেটা হচ্ছে সোনালি মুরগী বলে। ব্রাউন কক বলে, সোনালি কক বলে। এইগুলো মাংসের জন্য। এইগুলো আপনার দেশি মুরগীর কাছাকাছি। আর যেমন আপনার লেয়ার বিক্রি করি, লেয়ার যখন ডিম পাড়া শেষ হয়ে যাব তখন ওইটাও মাংসের জন্য বিক্রি করে ডিম পাড়া শেষ হইলে। আর ডিমের জন্য যেটা উৎপাদন ওইটা বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন জাত আছে যেমন আপনার কাজি ব্যবহার করে যেটা কাজী ব্যবহার করে নভজিন, সিপি ব্যবহার করে হাইলাইন। তারপরে আপনার প্রভিটা ব্যবহার করে (অস্পষ্ট কথা ১৪ঃ১২ থেকে ১৪ঃ১৩), এইভাবে আপনার বিভিন্ন জাত আছে। ডিমের জন্য জাতগুলো। তারপরে আপনার মিনিমাম আপনার খুব রেয়ার। সোনালি ককগুলো আপনার ডিমের জন্য ব্যবহার করে। যেমন ঐয়ে খামারিটা আসছিল। উনার মুরগিগুলো আছে ঐগুলো সোনালির। ঐগুলো ডিমের জন্য উনি ডিমের জন্য এইগুলো বিক্রি করতেছে এইভাবে আসলে এইগুলো মানে ডিমগুলার সাইজ ছোট। সাইজ ছোট হচ্ছে এইগুলো বাজারে দেশি মুরগী হিসেবে ডিম চইলা যাইতেছে।

প্রঃএইয়ে একজন ডাক্তারের পরামর্শক্রমে আপনি ওষুধ দিলেন ওষুধ দেয়ার ক্ষেত্রে ধরেন কোন সাইড ইফেক্ট এর বিসয় কাজ করে কিনা?

উঃএখন আমরা হচ্ছি মূলত ওষুধ বিক্রোতা। এখন দেখা যায় যে একটা মুরগী মইরা যাইতেছে। এখন এইখানে মুরগিটারে ওষুধ দিলে ৯০% লাভ ১০% ধরেন সাইড এফেক্ট এর কারণে ক্ষতি।

----- (১৫ঃ০০ মিনিট সম্পন্ন) -----

তখন ডাক্তার বাচানোর জন্য অবশ্যই তারে একটা ওষুধ প্রেসক্রিপশন করবে। সেটা এন্টিবায়োটিক হয় আর সেটা নন-এন্টিবায়োটিক হক। যেটাই হোক এখন দিবে। এখন দেখতে হবে সেটায় সবারই লাভ। মুরগী কোনটায় বাচে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডাক্তার ঐভাবে প্রেসক্রিপশন করে। দেখা যায় যে এখন মুরগীরে নরমাল ওষুধ দিলে মইরা যাইতেছে। একটা মুরগী মরা মানে একটা লেয়ারের মুরগী মরা মানে একটা খামারির ৫০০ টাকা লস হওয়া। একটা মুরগী মরা। ৫০০ টাকায় শেষ হয় নাহ। ৭০০/৮০০ টাকা হয়ে যায় একটা মুরগী দাম ডিম পাড়াইতে পাড়াইতে। দেখা যায় যে ৮০০ টাকা লস হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে একটা খামারি সম্ভবত পরবর্তী চিন্তা নাহ কইরা ডাক্তার যেটা প্রেসক্রিপশন করে তার নিজের লাভের জন্য ওইটাই সে বিক্রি করে। ওইটাই সে ব্যবহার করে।

প্রঃতো রিস্ক ফ্যাক্টরটা কোনটা?

উঃএখন সাইড এফেক্ট এর ব্যাপারটা ডাক্তাররা ভাল জানে। প্রত্যেকটা ওষুধেরই সাইড এফেক্ট আছে আমার জানামতে। একটু থাকে।

প্রঃএকটু আগে যখন এই খামারি বলতেছিলেন এই ভাই যখন ওষুধটা নিচ্ছিল উনি কি জানি একটা জিনিস দেয়ার পরে বলল যে

উঃআমি বলি উনি বলছিল যে উনি একটা সালফার ড্রাগ ইউজ করার পরে ডাক্তারের পরামর্শ ক্রমে একটা সালফার ড্রাগ ইউজ করার পরে উনার ডিমের প্রোডাকশনটা কইমা গেছে। এইটা বলছিল।

প্রঃহ্যাঁ।

উঃতো ডাক্তারের যখন ফোন দিয়া ঐখানে যখন ডাক্তার বলল যে সালফার ড্রাগ ইউজ হইছে এইজন্য প্রোডাকশনটা কইমা গেছে। এজন্য সালফার ড্রাগটা বাদ দিয়া নরমাল একটা ওষুধ উনাকে দিছে। যে এইটায় ঠান্ডা সম্ভবত চইলা যাবে। তবে এইটা অত রিয়েক্ট করবে নাহ। এইটার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াটাকম। এইজন্য ডাক্তার উনাকে আরেকটা ওষুধ চেইঞ্জ করে দিয়ে দিছে।

প্র:এইযে আপনি একজন ওষুধ বিক্রেতা আপনি যখন ওষুধগুলো দিচ্ছেন তখন কি আপনি প্রেক্ষাইব ডাক্তার সাহেব বলে দিচ্ছে কখন কত মাত্রায় কত ডোজ এই বিষয়গুলো কিভাবে বলেন একটু বলেন তো।

উ:এখন এইযে একটু আগে যেটা দেখলেন এখানে ডাক্তারের সাথে কথা বলা হইল। ডাক্তার বলার পর বলল যে এই ওষুধটা ১ মিলি ২ লিটার পানিতে, এই ওষুধটা ১ মিলি ৫ লিটার পানিতে ব্যবহার কর।

প্র:জি।

উ:ডাক্তার ডোজটাও বইলা দিছে। ডাক্তার যে ওষুধটা দিছে ডোজটাও বইলা দিছে এবং কয়বেলা দিনে কয়বেলা ডোজ। কয়বেলা ডোজ ঐ ডোজটাও বইলা দিছে। দিনে একবেলা বা দুই বেলা। আপনে দেখলেন যে একটা এক বেলা একটা দুইবেলা ব্যবহার করতে বলছে ঐ ৪ দিন। দিনটাও ফিল্ড বলছে। ঐ ৪ দিন ব্যবহার করলে ওষুধটা শেষ হয়ে যাবে। ডাক্তার সাব যেটা বলল। উনারে ঐভাবে বইলা ওষুধটা দিয়ে দেয়া হইছে সম্ভবত।

প্র:এক্ষেত্রে কি শুধু ধরেন খামারিরা আসে নাকি ধরেন নরমাল যারা গৃহস্থ যারা যেমন ধরেন নিজস্ব যে পালে নাহ যে দুই/চারটা মুরগী পালে উনারা কিভাবে আসে?

উ:এইগুলো এই সাধারণত ধরেন আমাদের এখানে আসে নাহ। কারন আমাদের ভেটোরনারী দোকানগুলোতে হয় কি যে একেকটা ওষুধ অনেক দামি। আর এইগুলো দেখা যায় যারা দুই একটা পালে এরা দেখা যায় যে হাট-বাজারে ডাইকা ডাইকা মাইকিং কইরা বিক্রি করতেছে। যেমন আজকের হাটেও আছে। মাইকিং কইরা বিক্রি করতেছে এই ধরনের ওষুধগুলো সাধারণত তারা বিক্রি করে। তারা সাধারণত ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন নেয় নাহ এবং এই দোকানগুলোতে আসেও নাহ এরা। এরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিজেদের ইচ্ছামত ইউজ করে। যেইগুলো কমার্শিয়াল খামারি এরাই সাধারণত এইখানে আসে।

প্র:মাইকে কারা কি বিক্রি করে একটু বলবেন।

উ:মাইকে হাটবাজারে হকাররা হয়ত অনেকে কিছু বিক্রি করে। যেমন হাট-বাজার ডাইকা এইটা মুরগীর জন্য এইটা ইয়ের জন্য। গরুর জন্য সাধারণত কিছু দেখি নাহ আমি। যেমন মুরগী দেখলাম মানুষ একটা কথা বলে বাওয়া আসে। বাওয়া লাগে বাওয়া। এই রানিখেত লাগছে নাকি গামুরু লাগছে। এইটা কিন্তু ঐ খামারি মানে যে পালতেছে। ও তো খামারি নাহ। ব্যক্তি পর্যায়ে যদি একটা মুরগী পালে তাইলে ওইটা জানে নাহ। এই হাট-বাজার থেইকা নিয়া হয়ত একটা ড্রপ বা একটা ই খাওয়াই দিল। এই যেমন দেখি আর কি আমাদের গ্রামের মধ্যে। তবে এইখানে যারা আসে এরা সব কমার্শিয়াল খামারি। এরা ঐভাবে ডাক্তারের পরামর্শক্রমে আসে। এরা তো বুঝি নিতে পারে নাহ। এরা বুঝি নেওনা সাধারণত।

প্র:এইযে এখানে একটা বড় হাট আছে যারা বড় গরু, বড় এনিমেল যেটা আমরা বলতেছে। লাইভস্টক যেটা এরা কি ধরনের?

উ:এইখানে হাটের যে ই গুলা হাটে সাধারণত আমাদের যে ইউনিয়ন পরিষদের ডাক্তার, সরকারি ডাক্তার উনি থাকে এবং আরও দুই একটা ডাক্তার থাকে। দেখা যায় ডাক্তারের সাথে ওষুধ থাকে। কখনও ইনজেকশন এমন কিছু পুশ করল ডাক্তার নিজেই সাথে ওষুধ নিয়া আসছে। ভেটোরনারি ডাক্তার, ডিভিএম ডাক্তার উনারা নিয়ে আসছে। উনারা এখানে হাট-বাজারে দেখেন দোকান পাশাপাশি রাস্তার পাশাপাশি বসা আছে বা বিভিন্ন ইয়ে বসা আছে। হাটে গেলে দেখতে পারবেন সরকারি ডাক্তারদের। ইউনিয়ন পরিসদের সরকারি একটা পশু ডাক্তার থাকে নাহ। এ থাকে। হয়ত আরও দুই একটা ডাক্তার আছে, সরকার বৈধ সার্টিফিকেটধারি ডাক্তার। এরা বসা আছে। দুই/চারজন দুই এক সাইডে বসা আছে। হাটে যদি কোন বড় সমস্যা হয় সাধারণত উনারা মেইনটেইন করে। তারপর দেখা যায় উনারা উনাদের কাছে একটা ওষুধ নাই। যেমন প্যারাসিটামল শর্ট আছে উনি অইখান থেকে লেইখা দেয় যে প্যারাসিটামল ৫টা নিয়ে আস। অইখান থেকে বেপারি বা গরুর যে মালিক আছে উনি আইসা নিয়ে যায়। ঐভাবে আমরা এইখান থেকে সেটা বিক্রি করি।

প্র:ঐ ডাক্তারগুলোকে কারা এসাইন করে, উনারা কি তাইলে উনাদের যে এইখানে থাকা বা যে

উ:নাহ এখানে থাকা কি হাটটা তো আমাদের ইউনিয়নের মধ্যে। আর আমাদের ইউনিয়নহাটটা। ইউনিয়ন হাটতো দূরে তো নাহ। আমাদের বাশতলি ইউনিয়ন। তালতলা হাট বসছে। বাশতলির এখানেই ৩ / ৪ টা ডিভিএম ডাক্তার আছে, ভেটোরনারী ডাক্তার আছে। হ্যাঁ আমাদের এখানে ৪/৫ টা ডাক্তার আছেই। পশু ডাক্তার আছে। এরাই সাধারণত হাটে বসে।

প্র:এরা, এদেরকে পয়সা বা এদের যে মজুরি বা সেলারি এটা কিভাবে কারা দেয়?

----- (২০ঃ০০ মিনিট সম্পন্ন) -----

উঃএরা ঐ যারা গরুর মালিক, যাদের গরুর সমস্যা হয় এরাই দিবে। তারপরে এদের তো হাট কমিটি ডাইকা নিয়া আসে। হাট কমিটি সাধারণত এদের রাখে। হাট কমিটি রাখে কারণ কোন গরু অসুস্থ হইলে মানে যাতে দূরে যাওয়া নাহ লাগে মানে কোন সমস্যা যাতে নাহ হয়। তাড়াতাড়ি চিকিৎসা যাতে পায়। এইজন্য ডাক্তার রাখে।

প্রঃগরুর কি কি সমস্যা সাধারণত হয়?

উঃগরুর তো আপনে কি বলে খুরা রোগ যেইটা। এখন শীতকালীন সময়ে খুরা রোগটা দেখা যায় যে অনেক গরুর খুরা রোগ আছে। এইগুলো হাটেতে পারবে নাহ। তো ঐ ডাক্তারের কাছে গেলে হয়ত ডাক্তার উনাকে ব্যথানাশক ইনজেকশন দেয় বে যেকোনো একটা ট্রিটমেন্ট সুবিধামত দেয়। দিয়া ধরেন বিক্রি কইরা দিল। পরবর্তীতে আসলে এজন্য একটু যারা কিনে তাদের ভোগান্তি হয় না চিনে কিনলে। না চিনে কিনলে একটু ভোগান্তি আছে। না দেইখা কিনলে।

প্রঃকিরকম?

উঃযেমন হয়ত যাওয়ার পর আবার হয়তবা গরুটার আবার অসুখটা দেখা দিল। আবার হয়ত ই হইল। এইখানে হাট থাকার কারণে আশেপাশের গরুগুলার কিছ্র একটু সমস্যা হয়। যেহেতু খুরা রোগগুলো নিয়া প্রত্যেকটা রাস্তা দিয়া আসতেছে গরুগুলো। এই আশেপাশের লোকজন যারা তারা গরুগুলো পালতেছে। দেখা যায় যে রাস্তার পাশে ভাল ঘাস হইয়া রইছে। গরুটা বাইধা দিছে। এটা মোটামুটি ছোঁয়াচে ধরনের। লাইগা অনার খামারে হইয়া গেছে। এরকম হয়। আমাদের এখানে গরুর অনেক খামার। (অস্পষ্ট কথা ২১৪০৮ থেকে ২১৪১১) গরুর খামার আছে। আমার নিজেরও আছে। ২০ টা গরুরখামার আমার নিজের আছে। এবং ২ হাজার লেয়ার মুরগী আছে আমার। দেখা যায় যে এইভাবে গরুর খামারির সামস্যা হয়ে যায়।

প্রঃএকজন খামারিকে যখন কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক যখন প্রেক্ষাইব করতেছে। তখন আপনি দেবেন কি দেবেন নাহ এটা কিভাবে আপনি সিদ্ধান্তটা নেন?

উঃআমরা তো সাধারণত ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া তো এন্টিবায়োটিক দেই নাহ। একবারে নিষেধ। বলতে গেলে আমরা দেই নাহ। তারপরে ব্যথানাশক। কিছু ব্যথানাশক আছে যেমন সরকার নিসিদ্ধ। নাইটকমা গ্রুপ যেটা আছে এটা সরকার নিষিদ্ধ। এটা আপনি কোথাও পাবেন নাহ। খুইজা দেখেনপাবেন নাহ। সাধারণত আমাদের আমার মনে হয় যে যেগুলো আমাদের ফার্মাসিউটিকেলস কোম্পানি বেচে বেশিরভাগ ওষুধ বৈধ। আমার মনে হয়। যদি এইখানে তার কোন অবইধ ওষুধ তারা দেয় বা ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করে এজন্য আমরা দায়ি নাহ। কারণ ডাক্তার এর প্রেসক্রিপশন মোতাবেক আমরা রাখিযেটা ফার্মাসিউটিকেলস কোম্পানিগুলো আমরা রাখি। সেইটা ফার্মাসিউটিকেলস কোম্পানি অবশ্যই নিশ্চয়ই বিক্রি করে নাহ। আমার বিশ্বাস যারা বাংলাদেশি কোম্পানি আছে এরা বিক্রি করে নাহ। তো এদের ওষুধগুলো আমরা রাখি। আর এদের ওষুধগুলো ঐয়ে বললাম যে এন্টিবায়োটিকটা ডাক্তার এর পরামর্শ ছাড়া দেই নাহ। কখনই দেই নাহ। তবে আমরা বেশিরভাগগুলো আমাদের এইখানে বেশিরভাগগুলো সমস্ত জায়গায় আপনার ভেটরনারি বলেন, পোল্ট্রি বলেন আর ঐ ডেইরী বলেন সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাদের ডাক্তার আছে। এভেইলেবল ডাক্তার আছে আমাদের। আপনে বাশতলি খুজলে দেখবেন এভেইলেবল ডাক্তার আছে আমাদের এবং প্রত্যেকটা ডাক্তার এরা প্রেসক্রিপশনের মাধ্যমে প্রত্যেকটা দোকানদারও প্রেসক্রিপশন মাধ্যমে ওষুধ দেয়।

প্রঃতো এখন একটু ভাইয়া একটা ওষুধের যে দাম, একটা এন্টিবায়োটিকের যে দাম এই সম্পর্কে একটু আমাকে বলেন যে পোল্ট্রি বা গরু

উঃআপনার হিউম্যানের চেয়ে ভেটরনারি ডিভিশনে যে এন্টিবায়োটিকগুলো আছে এইগুলো অনেক দামি। মানে তুলনা করার মতন আরকি। ২গুন/৫ গুন/১০ গুন আর কি। যেমন একটা সিপ্রফ্লক্সাসিন ট্যাবলেট ১৪/১৫ টাকা হয় হিউম্যানের। সেইখান থেকে দেখা যায় যে ১০০ এমএল সিপ্রফ্লক্সাসিন বোতল মিনিমাম ২০০ টাকা দাম। মানে দামের ক্ষেত্রে। যেমন একটা এমক্সিসিলিন ৬/৭/৮ টাকা এরকম দাম মানুষেরটা। এখানে আপনার এমক্সিসিলিন ট্যাবলেটটা নিলে ভেটোরনারিরটা ১২/১৪ টাকা পড়ে যায়। আর একটা যদি পাউডারের ১০০ গ্রামের একটা ইয়া নিয়ে যায় দেখা যায় যে ২৬০/২৭০ টাকা দাম। দামের ক্ষেত্রে এটা অনেক অনেক। ঐ একটা ডাক্তার গেল একটু আগে গেল।

প্রঃএইয়ে দাম দিয়া ওষুধ কিনে একজন ভোজা বা একজন খামারি / একজন কৃষক। উনি যে পরিমান এই ওষুধের পিছনে ব্যয় করে সে পরিমান কি উপযোগিতা বা উনার পশুর জন্য বা উনার প্রানির জন্য সেটা কি উপকারি হয় কিনা একজন বিক্রেতা হিসেবে এই সেক্টরে আপনার দীর্ঘদিন আছেন আপনার অভিজ্ঞতা কি রকম?

উঃএখন নিজেরটা বলি আমি নিজে খামারি। সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমার মুরগীর যদি অসুখ হয়। যেমন একটু আগে বললাম যে আমার একটা লেয়ার মুরগী যদি মারা যায় সেক্ষেত্রে আমার এক হাজার টাকা লস। এবং ঐখানে যে একটাই মারা যাবে

অসুখটা লাগলে যেমন গাম্বুরু লাগছে বা রানিখেত লাগছে। একটাই মারা যাবে তার কোন গ্যারান্টি নাই। ২০ টার মত মারা গেল। ২০ টা মুরগী মারা গেলে ২০০০০ টাকা। এইখানে ৪ টা প্রেসক্রিপশনে সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা খরচ আমার। এই রোগটা ভাল করতে পারতেছে। দেখা যায় যে আমার কাছে সাইড়া যাইতেছে। এখন রোগের সাইড এফেক্ট বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যেটা ওইটা পরের ব্যপার। আমার ইনস্ট্যান্ট লাভটা চিন্তা করে। আমার ২০০০০ টাকা লস হইতেছে। সেখানে আমার ৫০০০ টাকার ওষুধে নিরাময় হইতেছে বা শেষ হইতেছে। অতএব সেক্ষেত্রে আমার কস্টটা একটু এভেইলেবল। পোল্ট্রি সেকশনে বা ভেটেরনারি সেকশনে বলতে গেলে একটা ওষুধের চেয়ে রোগের চাইতে ওষুধে ব্যবহারে লাভ বেশি।

প্র:তাইলে কি খামারি কি সেই লাভটা পাচ্ছে?

উ:এখন সবচেয়ে বড় জিনিসটা হচ্ছে আপনার যেখানে এক কেজি ডালের দাম ১২০ টাকা, সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটা মুরগীর দাম ১২০ টাকা। এই বাজারটা নিয়ন্ত্রন করতেছে একটা সিভিকিট। যেকারনে খামারি লাভ থেকে একটু বঞ্চিত। একটা ডিম ডিমের দাম হইতেছে ৪ টাকা। শুধু ওষুধের কারণে নাহ। ওষুধটা তো গৌণ ব্যপার। এখানে ফিডের যে দাম, আনুসঙ্গিক লেবার যে কস্ট সবকিছু মিলে দেখা যায় যে একটা ডিমে ৪ টাকা পড়ে যাইতেছে।

----- (২৫ঃ০০ মিনিট সম্পন্ন) -----

এখন একটা ডিম যদি ৩.৮০ টাকা / ৪ টাকা হয় তাইলে খামারি লাভবান হয় নাহ। এখানে এটার জন্য মূলত ওষুধ সেক্টরটা একা দায়ী নাহ। দায়ীটা হচ্ছে আপনার পোল্ট্রি ফিড। ফিড এ দেখা যায়যে এখনও ইন্ডিয়াতে দেখা যায় যে ৫০ কেজি ফিডের দাম বাংলাদেশি টাকায় ১২০০ টাকা পড়ে। আর আমাদের এখানে বাংলাদেশের ৫০ কেজি ব্রয়লার ফিডের দাম ২১০০ টাকা, লেয়ার ফিডের দাম ১৮০০/১৯০০ টাকা। তাইলে আমাদের এখানে কিভাবে লাভবান হবে। ইন্ডিয়াতে আপনার ওষুধ পত্রের দামটাও আরেকটু রিজেনবেল আরেকটু কম। ইন্ডিয়া থেকে যে ওষুধগুলো বাংলাদেশে আসে সাধারণত লিভারটনিক বা আনুসঙ্গিক যে (অস্পষ্ট ২৫ঃ৩০) বাংলাদেশে তো এইগুলার দাম কম। এখানে তো আরও দাম কম। ওরা এই কারণে লাভবান হচ্ছে আর আমাদের খাবারগুলো এই কারণে মাইর খাচ্ছি সিভিকিট এর কারণে। ঢাকা শহরে ডিমের যে সিভিকিট আছে মাংসের বাজারে যে সিভিকিট আছে এই কারণে খামারিগুলার লস হচ্ছে। আর অন্য কোন কারণে নাহ। যেটা খামারির ধরা ছোঁয়ার বাইরে। বিশেষ কইরা বড় বড় কোম্পানিগুলো যেমন কাজী, সিপি, নারিশ। তারপরে আপনার ডায়মন্ড, আকিজ এই বড় বড় কোম্পানিগুলো সিভিকিট করে।

প্র:ফিডে?

উ:এরা ফিডের। আবার মুরগীও পালে। যেমন ডায়মন্ড এর আমার জানামতে আমি যতটুকু শুনছি ৩০ লাখ মুরগী আছে ডিমের প্রোডাকশনে। প্রান্থুপ প্রায় ৪০ লাখ মুরগির প্রোডাকশন পার ডে। কাজিতে মাংস এবং ডিম এই দুইটাই আছে। মানে এরা যদি সারা বাংলাদেশ কেউ না দেয় কাজী আর সিপি দিলে সারা বাংলাদেশ চালাইতে পারব। এই বড় বড় কোম্পানিগুলোই সাধারণত ছোট ছোট খামারিদের দিন দিন শেষ কইরা দিতেছে

প্র:এখন আমরা একটু ওষুধে আসি। এইযে একজন ডাক্তার যে প্রেক্ষাইব করলেন যে যে পরিমান ওষুধ নেয়ার কথা খামারি কি পুরো ডোজটা নেয় কিনা? দেখা গেছে যখন আসে তখন কিভাবে চায়?

উ:এইটা সাধারণত ডাক্তার যেভাবে প্রেসক্রিপশন করে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন মোতাবেক খামারি মোটামুটি পুরা ডোজটাই নিয়ে যায়। সে হিসাব করে পার ডে তার কত লিটার পানির সাথে কতটুকু তারে ডোজ দিছে, কত মিলি ওষুধ লাগব। সবকিছু মিলিয়া ৪ দিনের ডোজ বা ৫ দিনের ডোজ সেইভাবে মিলায়া সে নিয়ে যায়। পুরা ডোজটাই কমপ্লিট করে। এবং এন্টিবায়োটিকগুলো সাধারণত ডোজ কমপ্লিট না করলে বডি রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায়।

প্র:বডিতে কি হয়?

উ:বডি রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায়এন্টিবায়োটিকগুলো। পরবর্তীতে আর কোন কাজ করে নাহ আর ওষুধে কাজ করেন। এজন্য ডাক্তারে যখন খামারিরে প্রেক্ষাইব করে তখন বইলা দেয়যে আপনি পুরা ডোজটা কমপ্লিট করেন ৫ দিন/ ৭ দিন যেইভাবে বইলা দেই সেইভাবে কমপ্লিট করেন। খামারি ঐভাবে কমপ্লিট করে।

প্র:এই রেজিস্ট্যান্স টা কি একটু যদি আমাকে বলতেন।

উঃএই রেজিস্ট্রার্সটা ভাল বলতে পারবে আমি যতটুকু জানি দীর্ঘদিন বা বেশিদিন একটা এন্টিবায়োটিক খাওয়াইতে খাওয়াইতে বডির বডিতে পরবর্তীতে কোন ওষুধ ব্যবহার করলে ওষুধটা ভালকাজ করে নাহ। এইটাকেই সাধারণত পোল্ডির ভাসায় বলে আর কি রেজিস্ট্রার্স বলে।

প্রঃএইটা কি আপনার কাছে কি মনে হইছে, এইটা কি আমাদের জন্য একটা থ্রেট কিনা? ভবিষ্যতে।

উঃঅবশ্যই।

প্রঃকিভাবে?

উঃএখন যে হারে এন্টিবায়োটিক এর উপর মানুষ মানে আসলেই এটার উপর বেশি ডিপেন্ডেন্স হয়ে গেছে। এইটা একচুয়ালি সবকিছু মিলিয়া আপনার পোল্ডি সেক্টরের দোষ নাহ। ঐযে আমি একটু আগে একটা কথা বলছি যে আগে দেখা গেছে একটা পোল্ডিতে ২০০ টাকার ওষুধ খাওয়াইলে দেখা গেছে ওষুধ শেষ হয়ে গেছে। এখন এত লোক মানে এত বেশি হয়ে গেছে আমাদের এইদিকে পোল্ডি সেক্টরটা এত ঘনত্ব। এত বেশি মানে প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি আছে। এখন দেখা যায় যে একটা মুরগীর অসুখ লাগলে পাশের বাড়ির লাইগা যায়গা। এইটা তো ফ্লু ভাইরাল সমস্যা। এই ফ্লু হয়ে যায়। দেখা যায় যে সহজে সাড়তেছে নাহ। যে কারণে ডাক্তারের এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হয়। উপায় নাই। নিরুপায়। খামারিরা নিরুপায়।

প্রঃভবিষ্যত হুমকিটা কোথায়?

উঃভবিষ্যত হুমকি আমি যতটুকু বুঝি ভবিষ্যত হুমকি এইযে বেশিদিন এন্টিবায়োটিক খাওয়াইতে খাওয়াইতে আসলেই মুরগীর যে বডি রেজিস্ট্রার্স হয়ে যায় তাহলে পরবর্তীতে কি ব্যবহার করতে হবে এটা তো আমরাও নিজেরাও জানি নাহ। হয়ত পরবর্তীতে ওষুধ তৈরি হইতে পারে। আরও কিছু উন্নত। আরও জেনারেশন ফোরথ/ ফিফথ এরকম তৈরি হইতে পারে যেটা কাজ করবে। এখন আপাতত আমার জানা নাই।

প্রঃজেনারেশনের কথা আসছে। তাইলে জেনারেশন এখন কোন জেনারেশন এর ওষুধগুলো আপনার চলতেছে?

উঃআপনি তো প্রত্যেকটা কথায় কথায় বিপদে ফেলে দেন।

প্রঃএখন কোন জেনারেশন জানতে চাচ্ছি আমি?

উঃএইটা আমার চেয়ে ভাল বলতে পারবে একটা ডাক্তার। ডিভিএম ডাক্তার

প্রঃহ্যাঁ। আপনি আপনার নলেজ থেকে একটু বলেন?

উঃএখন আমি যতটুকু জানি ফার্স্ট টাইমে এমক্সিসিলিন যখন ছিল। এমক্সিসিলিন একটা এন্টিবায়োটিক। এটা ১৫% মানে পনেরো পারসেন্ট ছিল। কোম্পানিগুলো বিক্রি করছে। এখন প্রত্যেকটা এমক্সিসিলিন দেখা যায় যে ৩০% কইরা ফেলছে।

প্রঃ৩০% কি?

উঃএমক্সিসিলিন ই। এমক্সিসিলিন লেখা আছে ৩০%। মানে ঐটার মধ্যে পারসেন্টেজটা দেয়া আছে ৩০%। যেমন আগে সিপ্রফ্লক্সাসিন একটা ই ছিল যেমন ১০%। এখন ওষুধটা হয় ১০% বাড়ছে। আর বাকিটা হয়ত অন্য কোন বাহক টাহক এই ধরনের কোন কিছু হবে। এখন দেখা যাচ্ছে সিপ্রফ্লক্সাসিন ২০% কইরা ফেলছে। এরকম হয়তবা একটু একটু ধাপে ধাপে বাড়াইতেছে। এজন্য এটা পরবর্তীতে কি হবে এটা তো আমরা বলতে পারতেছি নাহ। এটা ভাল বলতে পারবে যারা ফার্মাসিস্ট এবং যারা কেমিস্ট সরি ডাক্তার। কেমিস্ট তো পরের ব্যপার। কেমিস্ট তো একবারে মানে এদের কিছু করার নাই। এরা জাস্ট খালি বেচা পর্যন্ত শেষ।

প্রঃএমক্সিসিলিন যেটা ৩০% বললেন এটা কোন জেনারেশনের ওষুধ?

উঃএটা তো আমি বলতে পারব নাহ। এটাতো প্রেজেন্ট জেনারেশন, আমি বললে বলব প্রেজেন্ট জেনারেশন বর্তমান জেনারেশনের ওষুধ। এইটার জেনারেশন ভাগ ভাগ করার ক্ষমতা আমার নাই।

প্রঃআর সিপ্রফ্লক্সাসিন?

উঃআমি যেটা বললাম ওষুধের জেনারেশনটা ভাগ করার ক্ষমতা আমার নাই। কারণ এইটা ডাক্তার বলতে পারবে।

প্র:জেনারেশনে ভাগ আছে মনে হয়।

----- (৩০ঃ০০ মিনিট সম্পন্ন) -----

উ:আছে আমি যতটুকু জানি আছে।

প্র:এইটা কি আপনি জানেন?

উ:আমি ভাল বলতে পারব নাহ।

প্র:কতটুকু জানেন বলবেন একটু।

উ:ভাল বলতে পারব নাহ। মানে আমি বলতেই পারব নাহ।

প্র:আচ্ছা অসুবিধা নাই। এন্টিবায়োটিক যেটা বলতেছিলেন যে বডি রেজিস্ট্যান্স যদি হয়ে যায় এটা কি মানুষের ভিতরে পোল্ডি বা এনিমেল আর গরুর মাংস খাওয়ার মধ্য দিয়ে কি মানুষের মধ্যে আসার কোন পসিবিলিটি আছে?

উ:অবশ্যই পসিবিলিটি আছে। এখন যুগটা হচ্ছে ডিজিটাল। এখন সবাই টিভিতে নিউজ সবসময় দেখতেছে। এবং এইটা নিয়ে তো ব্যপক আলোচনা হচ্ছে। ব্যপক আলোচনা হচ্ছে মানুষের দেহে যাওয়ার সম্ভবনা। অনেক ক্ষতিকারক পদার্থ আছে যেটা মানুষের দেহে যাওয়ার সম্ভবনা আছে। এবং প্রত্যেকটা ওষুধের মধ্যে নির্দেশিকাতে লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন যে মাংস প্রত্যাহার কাল দুই দিন। ডিম প্রত্যাহার কাল পাঁচ দিন। দুধ পাঁচ দিন। মানে ওষুধটা খাওয়ানোর পর পাচদিন মাংসটা ব্যবহার করা যাবে নাহ, ডিম ব্যবহার করা যাবে নাহ। কিন্তু এইটা খামারি কতটা মেইনটেইন করে খামারি জানে বা ডাক্তার কতটুকু বলে দিল ডাক্তার জানে বা কেমিস্ট ও জানতে পারে। ডাক্তার যখন তারে প্রেসক্রিপশন করে ধরেন একটা মুরগী ডিম দিতেছে রেগুলার

প্র:জি।

উ:রেগুলার ডিম দিতেছে। এখন একটা সিপ্রফ্লক্সাসিন ব্যবহার করল। ধরেন সিপ্রফ্লক্সাসিন ব্যবহার করে। করার পরে ঐটার নির্দেশিকায় দেয়া আছে যে মুরগীটারে খাওয়াইল ঐ মুরগীটার মাংস দুইদিন ব্যবহার করা যাবে নাহবা ডিমটা ৫ দিন ব্যবহার করা যাবে নাহ। মাংস ব্যবহার নাই করল কিন্তু প্রতিদিন যে ডিম মুরগী দিচ্ছে সবমুরগী ওষুধ খাচ্ছে। ঐ মুরগী কিন্তু ওষুধ খাচ্ছে। ঐ মুরগীটার ডিম কি ফালাই দিবে খামারি। আমার মনে হয় ফালায় দেয় নাহ। আমার মনে হয় ঐগুলো বিক্রি করে। মানুষের ক্ষতি হইতেছে এই চিন্তা করে নাহ; মানুষ আগে নিজের লাভের চিন্তা করে।

প্র:তাহলে চেইনটা এরকম হচ্ছে যখন এন্টিবায়োটিকটা খেল পোল্ডির ডিম অথবা মাংস যেটাই হোক। সেটার মধ্য দিয়ে মানুষ যদি ঐ নির্দিষ্ট সময় আপনি যেটা বললেন সেই সময়টার ভিতরে যদি আমরা খাইয়া তাইলে কি আমাদের বডিতে সেটা চলে আসতেছে।

উ:ঐয়ে বললাম যে আমরা যেটা দেখি আলোচনায় মানে যেটা দেখি তারমানে ওষুধ কোম্পানিগুলো ঐভাবে দিতেছে হয়ত বোঝা যায় মানুষের দেহে যাইতে পারে মানুষের জন্য হয়ত ক্ষতির কারণ হইতে পারে। এইটা বাকিটা খামারি আর ডাক্তার উনারা মেনশন করতে পারবে ভাল।

প্র:অন্য জেনারেল যে ওষুধগুলো আছ এটার সাথে এন্টিবায়োটিকের পার্থক্য কি? এন্টিবায়োটিক কি কাজ করে আর জেনারেল ওষুধগুলো কি কাজ করে?

উ:আমি যতটুকু জানি এন্টিবায়োটিকটা সমস্ত রোগের ওষুধ এবং এটার সাইড এফেক্টটা কম সাধারণ ওষুধের চাইতে। সাধারণ ওষুধের চাইতে সাইড এফেক্টটা কম কতটুকু মাত্রাটা জানা আছে। এন্টিবায়োটিকটা যতটুকু মানে দেহে প্রয়োগ করার পরে হয়ত দ্রুত কাজ করে এইটা সাধারণ ওষুধ করে নাহ

প্র:দ্রুত কাজ করে এন্টিবায়োটিক। মানুষজন কি যখন খামারি আসে। প্রেসক্রিপশন ছাড়াও মানুষজন আপনার কাছে ওষুধ নিতে আসে

উ:ওইটা আমি আগেই নাহ করছি যে নাহ। ছোট খাট খামারি আসে নাহ।

প্র:আপনি কি কখনও মুখে মুখে কাউকে ওষুধ দেন কিনা? এই ওষুধ বা

উ:না নাহ। আমি মুখে মুখে কাউকে ওষুধ দেই নাহ। আমি বলছি আমি ওষুধ বিক্রেতা। আমি বলছি ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন মোতাবেক যদি ডাক্তারের কোন প্রেসক্রিপশন আসে সেভাবে আমি ওষুধ দেই। তার প্রমান আপনি একটু আগে দেখছেন।

প্র:আচ্ছা এইযে এন্টিবায়োটিক যে প্রয়োগ করা হয় এই এন্টিবায়োটিক কি রোগ প্রতিরোধে কি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে কিনা?

উ:অবশ্যই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

প্র:কিভাবে?

উ:কিভাবে পালন করে এইটা ওষুধের মুড অফ একশন। এই মুড অফ একশনটা তো আমি বলতে পারব নাহ। ডাক্তার জানে কিভাবে কাজ করে। মুড অফ একশনটা ফার্মাসিস্ট বলতে পারবে। আমি হচ্ছি আমি একটা কথা আমি অনেকবার বলছি আমি ওষুধ বিক্রেতা। ওষুধ বিক্রেতা সেক্ষেত্রে আমার যতটুকু জানার দরকার একটা প্রেসক্রিপশন কভার করা দরকার আমি এটা করতে পারি। আমি যেহেতু ওষুধ নিজে যেহেতু কাউকে প্রেসক্রাইব করে দেই নাহ বা মাতাব্বরি কইরা দেই নাহ। আমি যেহেতু ওষুধ বিক্রেতা আমি ডাক্তার পরামর্শ মোতাবেক নাহ প্রেসক্রিপশন মোতাবেক। প্রেসক্রিপশন মোতাবেক ওষুধ দেই। অতএব ডাক্তার ওষুধের মুড অফ একশনটা জানার ব্যাপারে ফার্মাসিস্ট আর ডাক্তারের। আমার জানার দরকার নাই।

প্র:আপনার পোল্ডি আপনার খামারের ক্ষেত্রে আপনি কি করেন?

উ:অবশ্যই আমি ডাক্তারের পরামর্শ নেই।

প্র: নাকি নিজের দোকান আছে আপনি নিজেই।

উ:নাহ না নাহ। কারণ আমি একটা মুরগী বেচি নাহ। আমার একটা মুরগী মারা গেলে ১ হাজার টাকা লস হয়। সেক্ষেত্রে আমি কেন মাতাব্বরি করব। কারণ আমি একটু আগে একটা জিনিস বলছি যে ডাক্তার তো আর একবারে রেয়ার নাহ যে একবারে পাওয়া যায় নাহ। ডাক্তার আমাদের সখিপুরটা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পোল্ডি সেক্টর।

প্র:জি।

উ:এখানে ডাক্তার ঐভাবে এভেইলেবল। প্রত্যেকটা ফিড কোম্পানি, প্রত্যেকটা মেডিসিন কোম্পানি, প্রত্যেকটা দোকানগুলো এইযে বড় দোকানগুলো নিজস্ব ডাক্তার আছে। ডিভিএম ডাক্তার, সার্টিফিকেটধারি ডাক্তার। পাওয়া অসম্ভব কিছু নাহ। যেমন আমি আমার মুরগীর জন্য কালকে ডাক্তার ফোন দিছি উনি আসবে। প্রেসক্রিপশন করবে। আমি ঐ মোতাবেক ওষুধ দিব। আপনার সামনেই কিন্তু আমি দিছি। প্রতিটার ডাক্তার, কোম্পানির ফিড ডাক্তার আসতেছে। সে একজন ডিভিএম ডাক্তার। ময়মনসিংহ কৃষি ভার্টিসি থেকে উনি পাশ করা ডাক্তার। উনি আসতেছে। কালকে আমাকে প্রেসক্রিপশন করবে। সেই মোতাবেক আমরা ই করি।

প্র:এন্টিবায়োটিক বলতেছেন ভাল কাজ করে। এন্টিবায়োটিক কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে কাজ করে?

উ:একটু আগে বললাম নাহ।

প্র:এটা বলছেন। আচ্ছা। কোন গ্রুপেরটা বেশি কাজ করে?

উ:এইটা কোন গ্রুপেরটা বেশি ভাল কাজ করে। আমি এই কথাটা এর আগে একবার বলছি। বলছি যে রোগের সিমটম অনুযায়ী ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করে। এখন একেক গ্রুপের জন্য ডাক্তার একেক গ্রুপ প্রেসক্রিপশন করে। ডাক্তার যে গ্রুপের জন্য যেটা সুইটেবল মনে করে ঐ গ্রুপ প্রেসক্রিপশন করে। রোগের জন্য ওইটা ভাল কাজ করে আমি মনে করি বিক্রেতা হিসেবে।

----- (৩৫ঃ০০ মিনিট সম্পন্ন) -----

প্র:অনেক সময় যে আমরা আবার একটু আসি যে রেজিস্ট্রার্স এর ব্যাপারে বললেন যে বডি রেজিস্ট্রার্স যেটা হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে নিয়ম নির্দেশ যেগুলো নির্দিষ্ট টাইমে খাওয়া

উ:সরি বুঝতে পারি নাই।

প্র:এয়ে বডি রেজিস্ট্রাস যেটা বললেন পোল্ড্রিতে আর যেটা মানুষের ক্ষেত্রে ঘটে একই অবস্থা। আমরা যদি নিয়ম মেনে নাহ খাই তাহলে বডিতে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্রাস হয়ে যাচ্ছে। যেটা আমাদের রোগব্যাধির বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এখন এইক্ষেত্রে যে সঠিক নিয়ম নির্দেশনা মেনে এইগুলো খাওয়ানোর ক্ষেত্রে সমস্যাটা কোথায় একজন খামারি হিসেবে?

উ:এখন আমি মনে করি খামারি যেটা খাওয়ায়। যেহেতু ভাল রেজিস্টার ডাক্তার এর পরামর্শ নিয়েই খাওয়ায় সেক্ষেত্রে উনারা লসের চেয়ে লাভের অংশটা চিন্তা করে বেশি। খামারি লসের চেয়ে খামারি লাভের অংকটা চিন্তা করে বেশি। এই কারণে যখন কোন রেজিস্টার ডাক্তার এর পরামর্শ অনুযায়ী খাওয়ায় তখন ঐ ব্যাপারটা গৌণ হইয়া যায়। আপনার ঐ বডি রেজিস্ট্রাস এর ব্যাপারটা গৌণ। আগে খামারি তার ইনস্ট্যান্ট লাভ দেখে। এই কথাটা কিন্তু আমি বলছি একবার। ইনস্ট্যান্ট লাভ দেখে। ইনস্ট্যান্ট লাভ যখন দেখে তখন খামারি এইটাই খাওয়াবে। ওইটা আপনার রেজিস্টার ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নাহ।

প্র:মানে আমি বলতে চাচ্ছি সেটা ঠিক আছে কিন্তু নিয়ম যদি অনেক সময় মিস হয় বা এটা হতে পারে কিনা? এটা একজন খামারি হিসেবে

উ:এটা এটা অবশ্যই হতে পারে। অনেক সময়

প্র:কি কারণে এই প্রবলেমগুলো হয়। কি কি কারণে?

উ:এখন কি প্রবলেমের কারণে হয় হয়ত দেখা যায়যে একেক সময় ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করছে ওষুধটা পরে দেখা গেল যে এটা পোল্ড্রিতে ভাল কাজ করতেছে নাহ। এখন দেখা গেল দশ বছরের অভিজ্ঞতার একটা খামারি আছে। এখন দশ বছরের অভিজ্ঞতার যে খামারি আছে এই খামারি হয়ত দেখা যায় একটা পরামর্শ দিল যে দেখ আমার এরকম রোগ হইছিল এইটা খাইছি বা এইটা চেইঞ্জ কইরা তুই দেখ। এইধরনের হয়ত খামারিগুলো ব্যবহার করে। হয়তবা পরামর্শ নিয়া ব্যবহার করে। সেটা তাদের পার্সোনাল ব্যাপার। একটা খামারি আরেকজনকে জিজ্ঞেস করতে পারে।

প্র:মানে ডাক্তার বাদ দিয়া খামারি বা (অস্পষ্ট কথা ৩৬ঃ৫০ থেকে ৩৬ঃ ৫২)

উ:এইগুলো হয় অনেক সময় অনেক ইয়া করে।

প্র:সে সব কারণে রেজিস্ট্রাস বিষয়টা দাঁড়ায়?

উ:হ্যাঁ দাঁড়াইতে পারে।

প্র:আরেকটা হইতেছে যে ওষুধটা আমি ঠিকমত খাওয়াচ্ছি কিনা, এইক্ষেত্রে কোন প্রবলেম হয় কিনা?

উ:আপনি একবার জিজ্ঞেস করছিলেন যে ডোজটা কমপ্লিট করে কিনা।

প্র:জি।

উ:আমি আপনারে দেখাই দিছি। যে প্রত্যেকটা ডাক্তার খুব সুন্দর কইরা ওষুধের ডোজ। ডোজ এর এডমিনিস্ট্রেশনটা খুব সুন্দর কইরা লেখা থাকে। কতদিন, কতমিলি/কতগ্রাম কত লিটার পানির সাথে কতদিন খাওয়াবেন? খুব সুন্দর করে লেখা থাকে। খামারি যারা কমার্শিয়াল খামারি। যারা ই করে মানে বানিজ্যিকভাবে ব্যবসাটা প্রসারিত করার জন্য আছে আর কি মানে লাইনে আছে তারা সবাই অবশ্যই ডোজ মেইনটেইন করে।

প্র:তাইলে কোন সমস্যা হয় নাহ?

উ:হওয়ার কথা নাহ। মানে এইডা এইডা খুব কম। যেমন আমি ৭/৮ বছর খামারি। আমার খামারের বয়স ৭/৮ বছর। অবশ্যই এইটা আমাদের কখনই মিস হয় নাহ। কারণ হয় নাহ কিজন্য। কারণ আপনার ঐ পোল্ড্রি বলেন; পোল্ড্রি নিয়ম মাসিক পানি দিতে হয়। যেমন সকালে একবেলা পানি দিবেন, দুপুরে একবেলা পানি দিবেন, সন্ধ্যাবেলা একবেলা পানি দিবেন। এই পানিটা দিতে গেলে আপনার ঘরের ডাক্তার যে প্রেসক্রিপশনটা দিছে ওষুধ না খাওয়ানোর কোন মানেই হয় নাহ। আমার আজ পর্যন্ত কোন ভুল হয় নাই।

প্র:ওষুধগুলো কিভাবে খাওয়ানো হয়?

উ:ওষুধগুলো ডাক্তার ধরেন প্রেসক্রিপশন লেখে ধরেন আপনার পানির সাথে গুইলা। পানির সাথে গুইলা আবার কেউ দেয় খাবারের সাথে মিশ্র কইরা। এভাবে দেই ডাক্তার যেইভাবে দেয় সেইভাবে খাওয়ানো হয়।

প্র: এখন একটু শুনব যে মনিটরিং এর বিষয়। এইযে আপনাদের দোকান আছে। বিভিন্ন ওষুধ রাখছেন। এইজন্য কি কোন অথরিটি আছে যে যারা আসে এগুলো মনিটরিং করে বা দেখভাল করার দায়িত্ব সরকারিভাবে বা বেসরকারিভাবে কোন সংস্থা আছে কিনা?

উ: এখন বেসরকারিভাবে কোন সংস্থা আছে কিনা তবে আমাদের পরিষদের দিক থেকেই ব্যবস্থা করা আছে। অনেক সময় টাংগাইল থেকেইও লোকজন আসে দেখার জন্য।

প্র: এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের জন্য সরকারি কোন নীতিমালা আছে কিনা?

উ: অবশ্যই আছে। তবে এ ব্যাপারে আমি বিস্তারিত কিছু বলতে পারব নাহ।

প্র: আচ্ছা আপনি কি মনে করেন এ ধরনের এন্টিবায়োটিক বিক্রির জন্য একটা নীতিমালা বা নৈতিক আচরণবিধি থাকা উচিত?

উ: অবশ্যই।

প্র: কেন?

উ: কারণ এটা যদি আপনার মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার হয়ে যায়।

প্র: হুম

উ: তাহলে অবশ্যই মানুষ এবং পশু পাখি সবকিছুর জন্য ক্ষতিকর। অতএব অবশ্যই একটা নীতিমালার মধ্যে থাকা উচিত। যেটা আপনার ঐ ওষুধ কোম্পানি এবং আপনার ডাক্তারদের মধ্যে জানায় দেয়া উচিত। কোন ধরনের ওষুধ তারা ব্যবহার করবে, কোন ধরনের ওষুধ তারা প্রোডাক্ট করবে, কোন ধরনের ওষুধ বাজারে ছাড়বে, কোন ধরনের ওষুধ ডাক্তার প্রেসক্রাইব করবে। এইগুলো তাদের মধ্যে নীতিমালাটা ঐভাবে আরও ভাল কইরা থাকা দরকার। খামারির চাইতে ওইটা আরও ভাল কাজ করবে। খামারি যেহেতু ডাক্তারের উপর নির্ভরশীল। আর ডাক্তাররা যেহেতু ওষুধ কোম্পানির সাথে লিয়াজু অবশ্যই তাদের আছে। মোটামুটি জানামতে লিয়াজু অবশ্যই আছে। ওদের ক্ষেত্রে নীতিমালাটা করা উচিত। খামারির ব্যাপারটা গৌণ।

প্র: সেক্ষেত্রে ধরেন একটা খামারি যে ডাক্তারের পরামর্শের জন্য আসে এমন কি কোন প্রেসক্রাইবার বা ডাক্তার মনে হচ্ছে ওষুধটা দরকার নাই সে অযৌক্তিকভাবে সেই ওষুধটা দেয় মানে বেশি লাভের কোন বিসয় জড়িত আছে কিনা?

উ: নাহ আমি দেখি নাই।

প্র: এরকম কোন।

উ: আমি দেখি নাই। তবে লিখতে পারে ডাক্তাররা হয়ত বিভিন্ন কোম্পানির, হয়ত বিভিন্ন কোম্পানির ওষুধ কম বেশি লিখতে পারে। তবে তারা মনে হয় রোগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে লেখে। এইটা না লেখলে ওইটা লেখল।

----- (৪০ঃ০০ মিনিট সম্পন্ন) -----

ধরেন স্কেয়ার না লেখলে একমি লেখল। একমি না লেখলে অন্য কোনটা লেখল। এই ধরনের কোম্পানিগুলোই বেশিরভাগ। যেগুলো ম্যাক্সিমাম ফার্মাসিউটিক্যালস ভাল হায়ার লেভেল এর কোম্পানি বাংলাদেশে সেইগুলোই লেখে বড় বড় ডাক্তাররা।

প্র: এই ডাক্তারদের পেমেন্ট দেন কিভাবে? কত টাকা ভিজিট নেয় বা কেমনে আসে?

উ: এইটা আমরা যদি আপনার যেমন সখিপুর্বে একটা পশু হাসপাতাল আছে। এখানে যদি যাই এটা ফ্রি। বিনামূল্যে। দেখা যায় যে এখানে একটা ই আছে। একটা নির্দিষ্ট সময় এর ভিতর দিয়া যাইতে হয়। আমি ধরেন ওইটায় যাইতে পারলাম নাহ। যেমন বিকাল ৫ টার পরে গেলাম। সেই ক্ষেত্রে আমার অবশ্যই বাইরের ডাক্তারের উপর নির্ভরশীল করি। সেই ক্ষেত্রে ধরেন একটা ডাক্তার যদি খামারে ভিজিট করতে আসে সেক্ষেত্রে একটা ভিজিটের অংকটা একটু বাড়ে। অনলি একটু বাড়ে। এমআউন্ট বললাম নাহ।

প্র: কি ধরনের এমআউন্ট একটু শুনি?

উ: ৪০০-৫০০ টাকা। আর ধরেন যে যদি আপনার এখানে যাইয়া প্রেক্ষিপশন করি ডাক্তারের আপনি যা দিবেন ১০০-২০০ টাকা যা দিবেন। ওইটা সবাই খামারিরা দিয়া দেয়। যা দেয় ঐভাবে।

প্র: তারমানে কালকে আপনার বাসায় যে (অস্পষ্ট কথা ৪০ঃ ৫২ থেকে ৪০ঃ ৫৪)

উ: ঐটার টাকা দেয়া লাগবে নাহ। কারন আমি যেহেতু একটা কোম্পানির ফিড খাওয়াই। আমি একটা কোম্পানির ফিড খাওয়াছি। যেমন প্রতিটা কোম্পানির ফিড খাওয়াছি। প্রতিটার নিজস্ব ডাক্তার আছে। এরা প্রত্যেকটা খামারে নিজেরা বেকআপ দেয়। রেজিস্টার ডাক্তার ভাল ভেটোরনারী ডাক্তার। ওরা নিজেরা বেকআপ দেয়। মানে ওদের খামারগুলো দেখার দায়িত্ব। যেমন প্রতিটার বাচ্চা এবং খাদ্য দুইটাই প্রতিটার ব্যবহার করি। ওদের ডাক্তারটাও প্রতিটা কোম্পানি আমাকে দিছে। আমার খামারে আইসা দেখার দায়িত্ব ডাক্তারের। উইথআউট ভিজিট কোন কিছু দরকার নাই।

প্র: শুধু মেডিসিনটা লাগে?

উ: শুধু মেডিসিন আমি বাইরে থেকে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুসারে। মেডিসিনটা আমি বাইরে থেকে নিব।

প্র: তো এইটা ধরেন প্রত্যেকটা কোম্পানির কি একটা সেন্ট্রাল ডাক্তার আছে?

উ: ম্যাক্সিমাম কোম্পানির আছে।

প্র: ধরেন আমি প্রতিটা কিনলাম নাহ, যারা প্রসিদ্ধ যে কোম্পানিগুলো আছে কিন্তু আমি শখ করে একটা খামার করলাম বা আপনার কাছে ৫০/১০০টা মুরগী বা লেয়ার রাখছি। সেক্ষেত্রে আমি একজন ডাক্তারের কাছে যাব। অবশ্যই উনি আমাকে যে ওষুধটা দিবে সে ওষুধটার ক্ষেত্রে উনি চিন্তা করে যে মানে আরও কোম্পানির ওষুধটা লেখে দেই যে কোম্পানির ক্ষেত্রে তার বেনেফিটটা বেশি খামারির বেনেফিটটা কম। যেখানে আমার খামারির বেনেফিটটা কম। এরকম কোন চিন্তা করে কোন ওষুধ লেখেন কিনা? আপনাদের অভিজ্ঞতায় কি বলে?

উ: ডাক্তাররা লিখতে পারে। তবে ওইটা আমি বলতে পারব নাহ। তবে ডাক্তাররা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরটি দেয় মুরগীটাকে। ডাক্তার বলেন আর খামারি বলেন সবচেয়ে বেশি প্রায়োরটি দেয় মুরগীটাকে। কোনটায় ভাল হবে। ডাক্তাররা অবশ্যই ভাল জিনিস লেখে খারাপ জিনিস লেখে নাহ আমার মনে হয়।

প্র: ভোক্তা অধিকার সম্পর্কে যদি একটু আমাকে বলেন?

উ: এইটা আমার ভাল জানা নাই। আমাগো এইখানে আরেক ডাক্তার আছে হয়ে ভাল বলা হারে।

প্র: তো এইযে ডাক্তার যে ডিভিএম ডাক্তার যে প্রেক্সাইব করবেন একটা আদর্শ প্রেসক্রিপশন যদি কোন ডাক্তার করতে চায় তাইলে ঐখানে কি কি, কিভাবে উনি করলে ওইটাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড বা আদর্শ প্রেসক্রিপশন বলবেন খামারির ভিজিটে যদি আমি চিন্তা করি?

উ: ঐযে আমি বললাম যে ডাক্তার নিজের লাভের চাইতে আপনার খামারির প্রায়োরটি দিবে, খামারির লাভটা চিন্তা করবে বেশি তাইত হইয়া গেল।

প্র: এইক্ষেত্রে কি একজন সাধারণ যে খামারি আছে একজন ডাক্তারকে কি বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির লোকজন যারা আছে উনারা কি কোন প্রভাবিত করে কিনা যে আমার ওষুধটা নেন?

উ: এইটা তো আপনে আপনার বলার অপেক্ষা রাখে নাহ। আপনে হিউম্যান এ যান বা ভেটোরনারীতে যান। হিউম্যান এ গেলে ডাক্তারের চেম্বারের ভিতরে ঢোকা যায় নাহ। দেখা যায় যে বাইরে ওষুধ কোম্পানির লোকগুলো ৫০ জন দাঁড়ায় আছে। তাদের জন্য রোগীই ঢুকতে পারে নাহ। তাদের সময় দিবে নাকি ডাক্তার রোগীরে দিবে। অবশ্যই তারা প্রভাবিত করে।

প্র: ডিভিএম এর ক্ষেত্রে বা পোল্ট্রি ক্ষেত্রে?

উ: একি। একি অবস্থা।

প্র: এখানে ভিজিটিং কিভাবে ওরা কি করতে চায়?

উ: এখানে ঐভাবে ভিজিট নাই। দেখা যায় যে এখানকার ভিজিটগুলো হয় কি মানে আমাদের যারা দেশে এমবিবিএস যারা আছে। এদের তো তারা একটা স্ট্যাটাস নিয়া তারা থাকে। বিভিন্ন দোকানে বসে বা বাজারে একটা নিজস্ব চেম্বার আছে। এখন ডিভিএম ডাক্তারগুলো হয় কি আমার দোকানে বসে। যেমন এরকম একটা দোকানে বসে। এখানে আসলে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির লোকগুলো ভিড় করে হয়ত যে অমুক ডাক্তার আসছে একটু কথা বলি।।

প্র:আপনার এইখানে কি কেউ প্রোডাক্ট নিয়ে ভিজিট করে?

উ:আমার দোকানে?

প্র:হ্যাঁ।

উ:নাহ এমনে কোন ডাক্তার বসে নাহ। তবে ডাক্তার আসে। প্রত্যেকটা ওষুধ কোম্পানি যখন আসে এমনি আসে। এমনি একদিন ওদের এসাইনমেন্ট থাকে মাসে একদিন আমার দোকানে এইখানে আমার যে মুরগীগুলো তারা সময় দিবে যদি আমি ইচ্ছা থাকে। যে আমি দেখাব মুরগীগুলো আসেন। তারা তো আমার খামারগুলো চিনে নাহ। যেমন স্কয়ার আছে; স্কয়ারের ডাক্তারের যদি মাসে একদিন বলি বা দুইদিন বলি তারা আসে যে আমার দুইদিন দরকার আপনি আসেন। এরকম প্রত্যেকটা কোম্পানি। রেনেটার সাথে একটু আগে কথা বললাম। দেখলেন। বললে আসে। সব কোম্পানির লোকেরা আসে।

প্র:এইক্ষেত্রে যে ডাক্তাররা আসে, ডাক্তারদের সাথে কি সেলসম্যান রিপ্রেজেন্টেটিভ যারা আছে তারাও উনার সাথে আসে কিনা?

উ:অনেক সময় আসে। কারণ একমির যখন ডাক্তার দেয়া আছে। যখন একমি কোম্পানির একটা ডাক্তার আসবে অবশ্যই সেলসম্যানটা সাথে আসবে। স্কয়ারেরটা স্কয়ার বেশি লেখে। লেখে তো

প্র:যদি আমি পোল্ট্রি বিজনেস বা লাইভস্টক এর কথা বলি সেক্ষেত্রে মানুষ এন্টিবায়োটিক নেয়ার জন্য সাধারণ খামারি বলেন বা যারা বানিজ্যিক ভিত্তিতে এই ব্যবসাটা করেন তারা ওষুধ বা এন্টিবায়োটিকের জন্য কোথায় যায়?

----- (৪৫ঃ০০ মিনিট সম্পন্ন) -----

উ:এখন যারা বানিজ্যিক খামারি বা কমার্শিয়াল খামারি এরা যারা মুরগী পালন করে যারা মুরগীর সুস্বাস্থ্যের জন্য অবশ্যই এরা ডাক্তারের কাছে যায় আগে। ডাক্তার যে প্রেসক্রিপশন করে আর কি আর ডাক্তার যে খামার ভিজিট করায়। খামারটা ভিজিট করার পরে প্রেসক্রিপশন করে আগে। প্রেসক্রিপশন করার পর অবশ্যই একজন কেমিস্ট (ওষুধের দোকানদার বুঝাইছে মনে হয়) এর কাছে আসে, যেখানে ওষুধ পাওয়া যাবে সেখানে আসে কারণ ডাক্তারের কাছে তো আর ওষুধ নাই। আর কোম্পানি যেহেতু খামার পর্যায়ে ডেলিভারি দেয় নাহ; সে যেহেতু দোকানে দোকানে দিয়া যায় ওষুধগুলো ভেটোরনারী ওষুধগুলো। তারা সরাসরি ভেটোরনারী দোকানেই আসে কেমিস্ট এর কাছে।

প্র:এখন আমি শেষের দিকে চলে আসছি। তো একটু শুনব যে আপনার কাছে আপনার ওষুধের সাপ্লাইটা এন্টিবায়োটিক ওষুধের যে সাপ্লাইটা আপনার এখানে কিভাবে আসে? আপনার একটা দোকান আছে। আপনার একটা পজিশন আছে। আপনি কিভাবে পান? আপনার সাথে যোগাযোগটা স্থাপন করে কিভাবে?

উ:শুধু আমি নাহ। প্রত্যেকটা কোম্পানির মার্কেটিং অফিসার আছে। আপনার দোকান থাকলে তারা নিজেরাই খোঁজ নিয়ে দোকানে যায়। কোথায় দোকান আছে তাদের জানা আছে। এই আমাদের মির্জাপুর থানায় কমপক্ষে ৫০০ দোকান আছে। ভেটোরনারী দোকান এবং ৫০ টা কোম্পানির ৫০ জন মার্কেটিং অফিসার আছে। এরা নিজেরাই খোঁজ নেয়। আর এরা খোঁজ নিলে এদের কাছে অর্ডার দিলে প্রত্যেকটা দোকানে কোম্পানির গাড়ি আইসা পৌছায় দিয়া যায়। স্কয়ার বলেন, একমি বলেন, রেনেটা যতবড় কোম্পানি বলেন যাদের ভেটোরনারি সেকশনে ওষুধ আছে তারা প্রত্যেকটা দোকানে কোম্পানির গাড়ি দিয়া ওষুধ পৌছায় দিয়া যায়।

প্র:এদের লেভেলটা মানে কোন পর্যায়ে আপনার হইতেছে ইউনিয়ন। এখন আমরা বইসা আছি ইউনিয়নে।

উ:ইউনিয়ন বইলা কোন কথা নাই। প্রত্যেকটা দোকান। দোকান যেখানে আছে মার্কেটিং অফিসার ঐখানেই ঢুকে এবং ঐখানে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব কোম্পানির মার্কেটিং অফিসারের এবং কোম্পানির। ঐখানে কোন ই যাইয়া আপনার ধরেন মিডফোর্ড যাইয়া বা কোম্পানির কোন ডিপোতে যাইয়া ওষুধ আনা লাগে নাহ।

প্র:তাইলে ওরা কোন লেভেল থেকে আসে মানে আপনাদের উপজেলা লেভেল নাকি আরও উপর থেকে সরাসরি আসে? প্রথম স্টেপটা কি আপনার সাথে যে এমআররা আসে এরা কোথায় বসে?

উ:আগেই বলছি প্রত্যেকটা কোম্পানির থানা পর্যায়ে একটা মার্কেটিং অফিসার দেয়া আছে। যেমন মির্জাপুর থানায় একটা মার্কেটিং অফিসার দেয়া আছে স্কয়ারের। মির্জাপুর থানা পুরা এরিয়াটা উনি কভার করে। আর ওদের গাড়ি বলেন বা ওরা বলেন প্রত্যেকটা ভেটোরনারি দোকান ইভেন হিউম্যান (অস্পষ্ট ৪৭ঃ১৪)

প্রঃশেষের দিকে আরেকটু শুনব যে ওরা থানা লেভেল এ আছে। থানা লেভেল এর উনারা ওষুধ কোথা থেকে পায় এন্টিবায়োটিকটাকোথা থেকে সাপ্লাই আসে?

উঃএন্টিবায়োটিক এর যে ব্যাপারটা বলেন আর সাধারণ ওষুধের ব্যাপারটা বলেন এইটা সাধারণত কোম্পানি মূল ব্যাপারটা হচ্ছে কোম্পানি। আমাদের দেশে যে ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিগুলো আছে এরা এমনভাবে শিকড়বাকর দেশে গাইরা নিচ্ছে এরা কোন কিছুই বাদ নাই এরা। খামার পর্যায়ে বলেন কেন। ইউনিয়ন পর্যায়ে বলেন কেন অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যায়ে ধরেন এদের মার্কেটিং অফিসার পৌছাই গেছে। এরা জানে কোথায় হিউম্যান এর দোকান কোথায় ভেটোরনারির দোকান এরা জানে। ধরেন থানা পর্যায়ে একটা কইরা। কোন থানায় দুইটাও দেয়া আছে। আপনার ভেটোরনারী বলেন। ভেটোরনারী সেকশনটা স্থিতিপূরে এতটা বড় যে একেকটা কোম্পানির দুইটা করে মার্কেটিং অফিসার দেয়া আছে। হয়ত একটা না দেয়া থাকলে দুইটা তার এমআরএসআর এইভাবে দেয়া আছে। তারা সবাই এইভাবে জানে শুনে এবং ভেটোরনারী এন্টিবায়োটিক বলেন বা সাধারণ ভিটামিন বলেন বা ফিড সাপ্লিমেন্ট বলেন প্রত্যেকটা কোম্পানির আছে। এবং থাকার পর এটার জন্য কোন খামারির কোন ডাক্তারের কোন টেনশন করা লাগে নাহ। এরা কোম্পানির মূল পর্যায়ে থেইকা। এখানে তো উদ্যোগটা অইখান থেইকা। ওরাই পৌছায় দেয়। কিভাবে পৌছাইতে হইব এদের চেইন অফ কমান্ডটা ঐভাবে দেয়া আছে যে আমার মার্কেটিং অফিসার অর্ডার নিল, আমার সপ্তাহে দুইটা গাড়ি আছে। আমার এই এই দোকানে এই অর্ডার আছে। এই এই পরয়েন্টে দোকানগুলো আছে। এখানে সরাসরি কোম্পানি থেইকা গাড়ি আইসা, একদম ধরেন মেইন ডিপো থেকে গাড়ি আসে। ধরেন কোম্পানির আলাদা আলাদা ডিপো আছে। সাভার ডিপো আছে, ময়মনসিংহ ডিপো আছে, আলাদা আলাদা ডিপো আছে। ধরেন আমাদের আমাদের এই থানাটা সাভার ডিপোর আভারে। সাভার ডিপো থেইকা এখানে আইসা সাভার ডিপোর আভারে ঐ মার্কেটিং অফিসার উনি অর্ডার কাটলে প্রত্যেকটা দোকানে দোকানে আইসা ডেলিভারি আইসা দিয়ে যায়।

প্রঃআর যদি একজন ডাক্তারের কথা যদি আমরা বলি আপনার কাছে যে প্রেক্ষিপশনগুলো পড়ে সেক্ষেত্রে উনারা প্রথম কোন ধরনের এন্টিবায়োটিকগুলো বেশি লেখে?

উঃএই নরমাল এন্টিবায়োটিকগুলো বেশি লেখে।

প্রঃকোনগুলো?

উঃকোনগুলো বলতে আপনার নরমাল এন্টিবায়োটিক কোনগুলো যেমন আপনার এমক্সিসিলিন। ডক্সাসিলিন, নিওমাইসিন এইগুলোই সাধারণত বেশি লেখে। এন্টিবায়োটিক তো অনেকগুলোই আছে কয়টার নাম বলব।

প্রঃএকটু বলেন আমি একটু শুনি

উঃযেমন আমি ৫ টা বলি। এমক্সিসিলিন আছে।

প্রঃহ্যাঁ।

উঃপলিস্টিন লেখে।

প্রঃকি নাম?

উঃপলিস্টিন। পলিস্টিন সালফেড।

প্রঃপলিস্টিন সালফেড?

উঃহ। তারপরে লেখে হচ্ছে আপনার ধরেন ডক্সাসাইক্লিন।

প্রঃডক্সাসাইক্লিন।

উঃতারপরে লেখে নিওমাইসিন।

প্রঃনিওমাইসিন।

উঃতারপরে লেখে টাইলসিন। টাইলসিন টারটেট।

প্রঃটাইলসিন?

উঃটাইলসিন টারটেট (TARTET)

প্রঃ(TARTET)

উঃহ্যাঁ। টারটেট। এই পাঁচটা বললাম। এনাফ।

প্রঃআচ্ছা। এখন আপনার এই ড্রাগশপে কোন কোন গুলো আছে?

উঃএইগুলো যেইগুলো ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন দেয় তার ম্যাক্সিমামগুলো আছে।

প্রঃএই পাঁচটা এখানে এভেইলেবল?

----- (৫০ঃ০০ মিনিট সম্পন্ন) -----

উঃপাঁচটা নাহ। ধরেন ৫০ টা এখানে এভেইলেবল আছে।

প্রঃনা আমি জানতে চাই যে এক্স্যাক্ট কয়টা আছে?

উঃএক্স্যাক্ট বলতে গেলে তো এখন দোকানে হিসাব করতে হবে এখন কয়টা আছে।

প্রঃআচ্ছা এটা চেক করে বলতে হবে।

উঃতবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা কেমিস্ট ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ব্যবহার করার চেষ্টা করে। ধরেন আমি এখানে ডাক্তার আমাকে দুইটা এন্টিবায়োটিক লিখেছে। আমি একটা দিতে পারলাম আরেকটা দিতে পারলাম নাহ। সেক্ষেত্রে আমার কোন কাস্টমার থাকবে নাহ। কাস্টমার থাকবে নাহ, নরমালই থাকবে নাহ। অতএব ডাক্তার পাঁচটা ওষুধ লেখছে। অতএব ৫ টা ওষুধই আমি রাখার চেষ্টা করি। সেইটা এন্টিবায়োটিক লেখছে নাকি ফিড সাপ্লিমেন্ট লেখছে না অন্য কোনকিছু লেখছে এইটা দেখে নাহ। যে ওষুধগুলো সাধারণত পোল্ট্রি সেকশনে লেখে আমরা বেশিরভাগ ওষুধগুলোই কভার করার চেষ্টা করি। আমার এই পোল্ট্রি সেকশনে এই ওষুধ গুলো বেশি চলে এইগুলো আমি লেখি বা রাখি। এইগুলো আমি রাখি এবং শুধু আমি নাহ প্রত্যেকটা ভেটোরনারী দোকানদার যারা আছে মানে ওষুধবিক্রেতা যারা আছে এরা সবাই রাখে। সবাই তো একটা ই আছে যে এই এরিয়া যত খামারি আছে আমি জানি যে এই এরিয়ায় কোন কোন ডাক্তার আছে, এরা কি কি ওষুধ প্রেসক্রিপশন করে, কোন কোন কোম্পানির ডাক্তার আছে। আমি এভাবে আমি বলতে নাহ সবাই যার যার দোকানে যে যে ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করে এরা জানে যে কোন ধরনের ওষুধগুলো মুরগীতে এরা যেমন প্রভিটার ডাক্তার আছে। এরা কোন ধরনের প্রেসক্রিপশন করে। এটার মোটামুটি একটা আইডিয়া হয়ে যায়। এটা যদি আমি বলতেছি বাস্তব সত্য জিনিসগুলো বলতেছে আইডিয়া হয়ে যায়। স্কয়ার ডাক্তার আসলে এইটা বোঝাই যায় যে উনি স্কয়ারের ওষুধ বেশি উনি প্রেসক্রিপশন করবে। এইভাবে যেটা এন্টিবায়োটিক বলেন আর ফিড সাপ্লিমেন্টই বলেন যেটাই বলেন ডাক্তার যেটা প্রেসক্রিপশন করেবেশিরভাগ কেমিস্ট চেষ্টা করে আপনার প্রেসক্রিপশন কভার করার জন্য। আমি আপনারে বলল নাহ। আমি এই এই এন্টিবায়োটিক রাখছি এইগুলো বললাম নাহ। এইগুলো বলার দরকার মনে করি নাহ।

প্রঃআমাকে একটু যদি হেল্প করেন যে আপনার কাছে যে ওষুধগুলো আছে আচ্ছা এমক্সিসিলিনটা কিসের জন্য দেয়া হয়?

উঃএমক্সিসিলিন নরমালই তো আপনার মুরগীতে ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া তারপরে আপনার কি বলে এইয়ে ঠান্ডা লাগলে যেটা। তারপরে অনেক রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় ই হয় আর কি। সহযোগী অন্যান্য এন্টিবায়োটিকের সাথে কমপ্লেক্স করে ব্যবহার করে আর কি।

প্রঃএকসাথেই?

উঃহুম কমপ্লেক্স করে ব্যবহার করে।

প্রঃফ্লক্সাসাইক্লিন?

উঃএকি ধরনের। আপনে দেখেন এমক্সিসিলিন এর নির্দেশিকা দেখেন আর ডক্সাসাইক্লিন এর নির্দেশিকা দেখেন। এইগুলো একি ধরনের ওষুধ

প্রঃআর পলিস্টিন সালফেড?

উ:পলিস্টিন সালফেড মূলত এমক্সিসিলিন এর সহযোগী হিসেবে ডাক্তাররা লেখে আমি যতটুকু দেখি। এমক্সিসিলিন আর পলিস্টিন কম্বাইন্ড ওষুধ আছে।।

প্র:কম্বাইন্ড ওষুধটা কি?

উ:হ্যাঁ কম্বাইন্ড পাওয়া যায়। এর ব্র্যান্ড নেইম জানবার চান?

প্র:হ্যাঁ।

উ:এর ব্র্যান্ড নেইম আপনে কয় কোম্পানিরটা জানবেন?

প্র:নাহ। এইটা তো আমি একেবারে কিছুই জানি নাহ। আমাকে একটু যদি বলেন।

উ:এখন আপনারে বললাম এমক্সিসিলিন আর পলিস্টিনটা কম্বাইন্ড করে।

প্র:অকে।

উ:এইটার মধ্যে জেনেরিকটা আপনার এমক্সিসিলিন প্লাস পলিস্টিন আলাদা আলাদাভাবে দেয়া আছে। এখন ব্র্যান্ড নেইম এর ক্ষেত্রে কোম্পানি একেক ব্র্যান্ড নেইমে বিক্রি করে। এখন কোনটা বলব। ধরেন আমার ঘরে একমিরটা আছে।

প্র:একমিরটা কি?

উ:আমার ঘরে এটা হইছে মক্সিসিলিন প্লাস দেয়া।

প্র:মক্সিসিলিন প্লাস?

উ:হ্যাঁ। আরেকটা কোম্পানি আছে গার্ডিয়ান ফারমাসিউটিকালস। এইটার নাম হচ্ছে এমক্সিটিন।

প্র:এমক্স

উ:এমক্সিটিন।

প্র:এইগুলো হইছে কম্বাইন্ড। তাইলে কি একজন ডাক্তার সিঙ্গেল ডোজ এর ওষুধটা লেখে নাকি কমপ্লেক্স?

উ:কমপ্লেক্স।

প্র:কমপ্লেক্সটা কখন লেখা হয়?

উ:আপনের ডাক্তার ঐয়ে বলছি ডাক্তার রোগের সিমটম দেখে ওষুধ দেয়। এইটা দেখার দায়িত্ব তো আসলে আমার নাহ। ডাক্তার যদি মনে করে যে কম্বাইন্ড বা কমপ্লেক্স লেখলে ভাল হবে তখন ডাক্তার কমপ্লেক্স লেখে। তখন আমি ঐ মোতাবেক বিভিন্ন কোম্পানির ওষুধ আমার কাছে আছে। আমি ঐভাবে বিভিন্ন যেটা লেখে আমি ওইটা দিয়া চেষ্টা করি।

প্র:নিওমাইসিন কখন লেখে?

উ:নিওমাইসিন মূলত মুরগীর ছোট বেলায় লেখে। মুরগীর ছোটবেলায়। যে আপনার মুরগীর যখন নাভি কাচা থাকে তারপর আপনার অনেক বাচ্চা আছে যে ভিতরে ডিম যাইয়া জমে নাহ। নাভি কাচা, ঠান্ডা এইগুলার জন্য।

প্র:ডিম কাচা থাকে এইটা বললেন। নাহ নাভি কাচা থাকে। আর ডিম, ডিমের ক্ষেত্রে?

উ:নাহ ডিমের ক্ষেত্রে নিওমাইসিন কেন ব্যবহার হবে।

প্র:আর টাইলসিন টারট্রেট বলছেন যে ওটা?

উ:ঐগুলো মুরগীর ঠান্ডা জনিত।

প্র:মুরগীর ঠান্ডার জন্য।

উ:ব্রংকাইটিস।

প্রঃব্রংকাইটিসটা কি কাশি বা এই টাইপের কিছু?

উঃহুম হাচি কাশি।

প্রঃ হাচি কাশি। আর

উঃএইগুলো তো আমার চিকিৎসাপত্র নিবার আইছেন আমার কি চিকিতসাপত্র নিলে কি হয়? এইগুলো ডাক্তারের চিকিৎসাপত্র নিবেন।

প্রঃনাহ আপনার চিকিৎসাপত্র নিচ্ছি নাহ। এইখানে হইছে আপনার দোকানে যে প্রেসক্রাইব যে ইয়া প্রেসক্রিপশনগুলো আসে সেই আলোকে যে ওষুধগুলো আছে

উঃএগুলো তো আমি ডিরেক্ট বলতে পারি নাহ ওইটা তো ডাক্তার জানে। আমি বলে দিতে পারতাম।

প্রঃএটার মধ্যে ভাই আমি জেনারেশন যদি বলি এটা কোন জেনারেশনের?

উঃএইটা আমি একটু আগে কিন্তু বলছি ভাই যে জেনারেশনের ব্যপারটা কিন্তু আমার নাহ। এইটা আমার জানার কথা নাহ। আমি হচ্ছি কেমিস্ট। আমি ডাক্তার এর প্রেসক্রিপশন কভার করি।

প্রঃএমক্সিসিলিন, ডক্সাসিলিন এগুলো ফাস্ট জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশনের কোন বিষয় আছে?

উঃএইগুলো আমি মনে হয় বলছি একটু আগে।

প্রঃঠিক আছে থ্যাংক ইউ। অসুবিধা নাই। ... ভাই অনেক ধন্যবাদ।

উঃআচ্ছা ওয়েলকাম।

প্রঃঅনেক কথা জানছি আপনার কাছ থেকে।

উঃ আমাদের এখানে চা দাও।

সর্বমোট০০:৫৪:৪৭

X